CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-193 ■ 13 April, 2026 ■ আগরতলা ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৯ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হিংসায় দীর্ণ এডিসি নির্বাচন

ভোটের হার ৮৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ও উত্তেজনার আবহের মধ্য দিয়ে একপ্রকার শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল এবারের ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল(টিটিএএডিসি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব। সকাল থেকে এদিন উৎসবের মেজাজে ভোট শুরু হয়। সময়ের আগে থেকেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উল্লেখযোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে উত্তেজনার পারদও কিছুটা চড়তে থাকে। এবারের এডিসি নির্বাচনে গড়ে ভোট পড়েছে প্রায় ৮৩ শতাংশ। ফলে বলাইবাহুল্য, এডিসি নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোটাররা ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজ্যের একাধিক স্থানে তিপ্রা মথা ও বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বোমা নিক্ষেপ, শূন্যে গুলি, লাঠিচার্জসহ অশান্তির খবর সামনে এলেও, সামগ্রিকভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে উঠে এসেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সকাল থেকে কয়েকটি কেন্দ্রে ইভিএম এর গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এমএলএ-র গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে দলীয় কর্মী সমর্থক আহত হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে এদিন। তবে কয়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্র ছাড়া বাকি নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে নির্বিঘ্নে এদিন ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে রবিবার ১৯ আমতলী—গোলাঘাটি কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪০ নং বুথের দয়ালপাড়ায় ব্যাপক রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি এবং তিপ্রামথা দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়, যার জেরে গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ করেই বুথ সংলগ্ন এলাকায় অস্বাভাবিক ভিড় জমতে শুরু করে। তিপ্রামথা দলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা লাঠিসোটা ও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে বুথের কাছে জড়ো হয় এবং বহিরাগত লোকজন এনে পরিস্থিতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এতে করে ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় এবং স্বাভাবিক ভোটদান প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বুথের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে তিপ্রামথা কর্মীরা বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়, যা চরম সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ, এই সময় বুথ কেন্দ্রের পাশে বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং আতঙ্ক ছড়াতে শূন্যে গুলি চালানো হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।

উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পরপরই এলাকায় পৌঁছে যান জেলা পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। সংঘর্ষের পর বিজেপি নেতৃত্বসহ একাংশ কর্মী এলাকা ছেড়ে চলে যায় বলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সম্ভাব্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন

ভোট শান্তিপূর্ণ, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। রাজ্যের এডিসি সাধারণ নির্বাচন আজ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলা ভোটগ্রহণ পর্বে প্রায় ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর মতে, চূড়ান্ত হিসাবে ভোটের হার আরও ৩-৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে ভোটের হার ছিল প্রায় ৮২ শতাংশ।

রাজীব ভট্টাচার্য এদিন নির্বাচনকে ঘিরে দায়িত্ব পালনকারী আধিকারিক, ভোটকর্মী, নিরাপত্তা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগকারী সাধারণ ভোটারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, জনজাতি কল্যাণে বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন চৌধুরী, সহ-সভাপতি প্রীথা দেব এবং কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী। প্রবীর চক্রবর্তী জানান, এডিসি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখনও কিছু বুথে নানা সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যায়নি। তিনি ভোটার, নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস আদিবাসী এলাকায় আঞ্চলিক দলগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। তবুও আদিবাসী অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের হার বৃদ্ধি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থার প্রতিফলন ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনে এবারের ভোটের হার গত নির্বাচনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর মতে, এই বিপুল ভোটদান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের গভীর আস্থারই প্রতিফলন।

প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় ভোটদানের হার ঐতিহ্যগতভাবেই বেশি এবং এবারের নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। এডিসি এলাকার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তবে তিনি নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখন পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের মতো রাজ্যগুলির পথ অনুসরণ করছে, যা উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে সকল রাজনৈতিক দলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত আশা ভোঁসলে আজ শেষকৃত্য

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস)।। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি প্লেব্যাক সিঙ্গার আশা ভোসলে আর নেই। রবিবার মুম্বইয়ে ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার অসুস্থতার কারণে তাঁকে ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি মন্ত্রী আশীষ শেলার হাসপাতালের বাইরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন। জানা গেছে, সোমবার বিকেল ৪টেয় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক-এ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

চিকিৎসক ডা. প্রতীত সামদানী জানিয়েছেন, একাধিক শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন আশা ভোঁসলে এবং 'মাল্টি-অর্গান ফেলিওর'-এর কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১টা থেকে মুম্বইয়ের লোয়ার পারেলের বাসভবনে অনুরাগীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। তাঁর পুত্র আনন্দ ভোঁসলে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। উল্লেখ্য, শনিবারই তাঁর নাতনি জানাই ভোঁসলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর কেন্দ্রে ১৭/৩৯ বুথে

ইভিএম বিভ্রাটের অভিযোগে পুনর্নির্বাচন ১৬ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। পেকুয়ারজলা-জনমেজয়নগর (এসটি) কেন্দ্রে ইভিএম গোলযোগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, উক্ত কেন্দ্রের ১৭/৩৯ নম্বর বুথে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার পরই নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের (রিপোল) নির্দেশ জারি করে। আগামী ১৬ এপ্রিল ওই কেন্দ্রে পুন: নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ভোটারদের মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখার বার্তা পৌঁছেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

অশান্তির জেরে জম্পুইজলা থেকে স্ট্রং-রুম স্থানান্তর বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। ইভিএমের নিরাপত্তার প্রশ্নে স্ট্রং রুম স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জম্পুইজলায় স্থাপিত স্ট্রং রুম স্থানান্তর করে বিশ্রামগঞ্জ জেলা শাসক কার্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনের প্রচার এবং পরবর্তী সময়ে টানা অশান্তির জেরে ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তাই, গতকাল রাত থেকে জম্পুইজলা এসডিএম অমিতাভ চাকমার নেতৃত্বে দফাওয়ারী সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে তিপরা মথা, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী সংরক্ষণ আইনে ওবিসি কোটার দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হবে ইন্ডিয়া ব্লক

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ।। নারী সংরক্ষণ আইন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট। আইনটির মধ্যে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র জন্য পৃথক কোটা অন্তর্ভুক্তির দাবিকে সামনে এনে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশেষত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে।

কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি ইতিমধ্যেই দলের অভ্যন্তরে আলোচনা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিরোধী দলগুলি যৌথভাবে এই দাবি তুলতে পারে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবে ১৫ এপ্রিল ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের বৈঠকে এই ইস্যুতে সমন্বিত কৌশল চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে ওবিসি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবি জোরালোভাবে তোলা হতে পারে।

এই দাবি নারী বন্দনা শক্তি আইন (মহিলা সংরক্ষণ আইন) নিয়ে বিতর্ককে আরও তীব্র করতে পারে। কংগ্রেসের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যেই কেন্দ্র এই আইনকে সামনে আনছে, প্রকৃত সংস্কারের জন্য নয়।

বর্তমানে সংবিধানে শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (এসসি) ও তফসিলি উপজাতি (এসটি)-র জন্যই আইনসভায় সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। নারী সংরক্ষণ আইন পাসের সময় ওবিসি উপ-কোটা নিয়ে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, যা এখন নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে এবং রাষ্ট্রীয় জনতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

13-04-2026, 00:22

জাগরণ
আগরতলা, ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২৯ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংগীত জগতে নক্ষত্রপতন

সংগীত জগতের আকাশ থেকে খসিয়া পড়িল আরও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। না ফিরিবার দেশে চলিয়া গেলেন কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলে। রবিবার ১২ এপ্রিল মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৯২ বছর বয়সী এই সুর সম্রাজ্ঞী। দীর্ঘদিন ধরিয়াই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্ট নিয়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হইলে তাঁহাকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৩ সালে মঙ্গেশকর পরিবারে জন্ম। মাত্র ৯ বছর বয়স থেকে শুরু হয় তাঁহার পেশাদার সংগীত জীবন। দিদি লতা মঙ্গেশকরের বিশাল ছায়ার পাশে থাকিয়াও নিজের সম্পূর্ণ ভিন্ন গায়কী ঢঙে কয়েক দশক ধরিয়া জয় করিয়াছেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়। দাদাসাহেব ফালকে থেকে শুরু করিয়া পদ্মবিভূষণ অজস্র সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন তিনি। মনোনীত

হইয়াছিলেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্যও।১৬ বছর বয়সে গণপতরাও ভোঁসলের সাথে ঘর ছাড়িয়া বেরিয়ে আসা হোক কিংবা ১৯৮০ সালে রাহুল দেব বর্মণের (আর ডি বর্মণ) সঙ্গে সেই কালজয়ী প্রেম তাঁহার জীবন ছিল সিনেমার মতোই নাটকীয়। আর ডি বর্মণের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা ছিলেন অভিন্ন হৃদয়। শেষ জীবনে নাতনি জেনাই ভোঁসলে ছিলেন তাঁহার ছায়াসঙ্গী।তাঁহার প্রয়াণে ভারতীয় সংগীতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইলো, তাহা অপূরণীয়।আশা ভোঁসলে একজন বিখ্যাত ভারতীয় মারাঠি গায়িকা যিনি মূলত বিখ্যাত হইয়া আছেন হিন্দি চলচ্চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত গাওয়ার জন্য। সম্পর্কে আরেক প্রবাদ প্রতিম গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের বোন হন তিনি। প্রথাগত শিক্ষার সময় বা সুযোগ পাওয়ার আগেই অন্নসংস্থানের জন্য সংগ্রাম শুরু হয় তাঁহাদের। দিদি লতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বিভিন্ন মারাঠি ছবিতে ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় এবং গান গাইতে থাকিলেন আশা। এমন কিছু কণ্ঠস্বর যাহা থেকে যায় যুগ যুগ ধরিয়া, আশা ভোঁসলে তেমনই একজন শিল্পী। তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার কণ্ঠ থাকিয়া যাইবে তাঁহার ভক্তদের মনে মণিকোঠায়। রবিবার ৯২ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হইলেন আশা ভোঁসলে। তিনি এমন একজন গায়িকা যাঁহার কর্মজীবন কয়েক দশক, বিভিন্ন ধারা এবং প্রজন্ম জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। নতুন প্রজন্মের কাজেও তিনি সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক ছিলেন।তাঁহার পরিবার ছিল সঙ্গীতময়। তাঁসার বাবা ছিলেন নাট্য অভিনেতা ও শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী দীননাথ মঙ্গেশকর। দিদি কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। তাই একেবারে শুরু থেকেই তিনি সঙ্গীতের আবহে বড় হইয়াছেন। সঙ্গীতকে সঙ্গী করিয়াই তাঁহার জীবন সফর। তবে তিনি ঐতিহ্যের ভার বহন করিলেও, নিজের স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজেকে সঙ্গীতের কোনও একটি নির্দিষ্ট ধারায় বাধিয়া না রাখিয়া নানা সময় নানা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেন। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে সুরকার ওপি নায়ারের সঙ্গে তাঁহার যৌথ কাজ হিন্দি সিনেমার কিছু স্বতন্ত্র গানের সৃষ্টি করে। "আইয়ে মেহেরবান" (হাওড়া ব্রিজ , ১৯৫০) এবং "ইয়ে হ্যায় রেশমি জুলফোঁ কা আঁধেরা" (মেরে সনম , ১৯৬৫)-এর মতো গানগুলো তাঁহাদের আধুনিকতা এবং স্বতন্ত্র মনোভাবের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রোতার মনে জায়গা করিয়া নেয়। প্লেব্যাক গায়কীর কোনও নির্দিষ্ট শৈলীতে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া, তিনি ক্যাবারে গান, লোকসংগীত, রোমান্টিক সুর এবং পরবর্তীকালের গজলও সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায় আর. ডি. বর্মনের এক নতুন সফরে সামিল হন আশা। একসঙ্গে হিট হিট সব গান উপহার দেন। পরবর্তীকালে তাঁহাকেই বিয়ে করেন। "তিসরি মঞ্জিল" (১৯৬৬) ছবির "আজা আজা ম্যায় হুঁ পেয়ার তেরা" ও "ও হাসিনা জুলফো ওয়ালি" , " উমরাও জান " (১৯৮১) ছবির 'দিল চিজ কেয়া হ্যায়', "ইজাজত" (১৯৮৭) ছবির "মেরা কুছ সামান"- এর মতো গানগুলি কেবল আশার বহুমুখী প্রতিভার ফলই নয়, বরং তাঁহার আবেগী মনের সূক্ষ্মতাও দিকটিও সকলে সামনে আনিয়াছিল।তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন যে তিনি তাঁহার কর্মজীবনে পরিকল্পনা করিয়া কিছু করেননি। কেবল যাহা পাইয়াছেন তাই গাইয়াছেন, যাহা তাঁহার বিনয় ও সহজাত প্রবৃত্তি পরিচয় দেয়। তাঁহার কাছে গান ছিল একটি অনুশাসন, কোনও ঐতিহ্য নয়।গানের ব্যাপ্তি যাই হোক না কেন, তিনি তাহা আন্তরিকতায় পূর্ণ করিয়া দিতেই। আর তাই বুঝি তাঁহার প্রাণের সুর শ্রোতাদের মনকেও ছুঁইয়া যেত। তাঁহার ম্যাজিকাল ভয়েস উচ্ছ্বাস জাগাতো তাঁহার ভক্তদের মনে।

সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে আশা ভোঁসলে একাধিক ভাষায় হাজার হাজার গান রেকর্ড করিয়াছেন। হিন্দি সিনেমার গণ্ডি পেরিয়ে আঞ্চলিক বহু ভাষাতেই গান গাইয়াছেন।

তাঁহার প্রাপ্ত পুরস্কারগুলোর মধ্যে রহিয়াছে একাধিক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে পদ্মবিভূষণ পাইয়াছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি উদীয়মান গায়কদের উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার থেকে সরিয়া আসিবার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় সঙ্গীতের স্মৃতিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর গাথিয়া আছে। তাই তিনি মৃত্যুর চেয়েরও বড়। তিনি প্রয়ানের পর বাচিয়া থাকিবেন তাঁহার অনুরাগীদের মননে।

টিটিএএডিসি নির্বাচনে ভোটারদের প্রতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেন, টিটিএএডিসির সর্বস্তরের ভোটাররা যেন নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করেন। গণতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণই পারে একটি শক্তিশালী ও উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে।

তিনি আরও বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি 'বিকশিত টিটিএএডিসি' গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে জনজাতি ভাই-বোনদের উন্নয়ন, অধিকার সুরক্ষা এবং সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য এই নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসাগরীয় যুদ্ধ কি বিশ্বকে এক নতুন ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

পুলক মিত্র

তেহরানের আকাশে যুদ্ধবিমানের গর্জন এখন ৩৩ দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের আনাচকানাচে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছে বিস্ফোরণের শব্দ। কয়েক লক্ষ মানুষকে গ্রাস করেছে এক অজানা আতঙ্কের ছায়া। মধ্যপ্রাচ্যে এখন যে যুদ্ধ চলছে, তা শুধুমাত্র রণক্ষেত্রের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। এই সামরিক সংঘাত দ্রুতই একটি বিরাট ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেহারা নিচ্ছে, যার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বিশ্বে।

ইরানে সামরিক অভিযান মাসের পর মাস নয়, বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করা যাবে, এমনটাই ভেবেছিল আমেরিকা। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও সে কথা জোর গলায় বলেওছিলেন। তাঁর কথায়, ইরানে মার্কিন অভিযান নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী বা তার চেয়েও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তাই সঠিক সময়েই অর্থাৎ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই অভিযান শেষ করা সম্ভব হবে বলে ওয়াশিংটন আশা করছে। এই লক্ষ্য অর্জনে স্থলবাহিনী ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ দিতে পশ্চিম এশিয়ায় কিছু মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন রুবিও। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমেরিকা ও ইজরায়েল বলে আসছে যে, ইরানের সামরিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সেদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথও বারবার দাবি করেছেন, ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে ইরানের সামরিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে। আমেরিকার এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। কোনও রকমে মুখ রক্ষা করে যুদ্ধ শেষের পথ খুঁজছেন ট্রাম্প। কিন্তু নাছোড়বান্দা ইরান আমেরিকাকে উচিত শিক্ষা দিতে মরীয়া। জানা গেছে, ইরান তাদের দেশ থেকে প্রায় ৩,৮০০ কিলোমিটার দূরত্বে ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ঘাঁটির দিকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। যদিও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো দ্বীপে পৌঁছতে পারেনি, তবে এই ঘটনা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এতদিন জানা ছিল, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ সীমা দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকারী স্থাপনাগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে অভিযান কীভাবে চলছে? কীভাবেই বা এই চাপের মধ্যে ইরান তার সক্ষমতা বজায় রাখছে? একেবারে শীর্ষ স্তর থেকেই অনিশ্চয়তার শুরু। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সদস্য যে হামলায় নিহত হন, সেই হামলাতেই বেঁচে যাওয়া মুজতবা খামেনি এরপরে নতুন সর্বোচ্চ নেতা ঘোষিত হন। তবে এখনও পর্যন্ত তিনি জনসমক্ষে আসেননি। দুটি লিখিত বার্তা ছাড়া তাঁর কাছে থেকে কিছুই শোনা বা দেখা যায়নি। ইতিমধ্যেই বিশ্ব বাজারে এই যুদ্ধের প্রভাব ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন, পারস্য উপসাগরের অস্থিতিশীলতার কারণে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি নতুন মাত্রায় পৌঁছতে পারে।

কৃষিবাজারেও এই চাপের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্তারাও বলছেন, ইরানের সঙ্গে বর্তমান এই সঙ্কটের ফলে সারের সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং দামও বেড়ে যেতে পারে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই যুদ্ধ কেবল ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলার লড়াই নয়, এটি এমন এক অর্থনৈতিক সংঘাত, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে খাদ্যমূল্য, জ্বালানির বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর। হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনা বিশ্বব্যাপী এক দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। একই সঙ্গে এই যুদ্ধ বর্তমান বিশ্বের সামরিক সমীকরণও বদলে দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক সূত্রগুলো জানাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কোরীয় উপদ্বীপ থেকে তাদের অত্যাধুনিক "সাড" ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পশ্চিম এশিয়ায় স্থানান্তর করেছে। তবে বড় প্রশ্ন হল, পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিকাঠামোর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে? দশকের পর দশক ধরে অনেক আরব দেশ এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে তাদের নিরাপত্তার কৌশল গড়ে তুলেছিল যে, সঙ্কটকালে আমেরিকাই হবে তাদের ত্রাতা। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ধারণার মূলে আঘাত করছে। জানা গেছে, বেশ কিছু আরব দেশ আড়ালে ওয়াশিংটনকে অনুরোধ করেছে, যাতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি কেবল ইজরায়েল নয়, বরং ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিকেও সুরক্ষা দেওয়ার কাজে যেন ব্যবহৃত হয়। এ অনুরোধ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমানের এই নিরাপত্তা কাঠামো আরব দেশগুলির জন্য যথেষ্ট নয়।

যুদ্ধ অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ইরানের ড্রোন এবং স্বল্পমূল্যের ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থার মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করতে হচ্ছে। একটি সস্তা ড্রোন ধ্বংস করতে যখন বহুগুণ বেশি দামের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যয় হয়, তখন যুদ্ধের আর্থিক সমীকরণ বদলে যায়। এটি মার্কিন অর্থনীতিকে চাপের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে কোনও শক্তিশালী দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি অত্যন্ত চাপের বিষয়।

ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা লাতিন আমেরিকার অস্থিরতা যেমন নিরাপত্তা নিশ্চয়তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, এ সংঘাত তাকে আরও উস্কে দিয়েছে। অনেক দেশই এখন বুঝতে পারছে যে, শুধুমাত্র একটি দেশের শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা তাদের দীর্ঘকালীন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারবে না। ফলে তারা এখন কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। এখানেই যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের ভূমিকার মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। ওয়াশিংটন দীর্ঘকাল ধরে সামরিক ক্ষমতা ও মৈত্রীর মাধ্যমে তাদের প্রভাব বজায় রেখেছে। অন্যদিকে, চিন আর্থিক নেটওয়ার্ক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো তৈরির পথ বেছে নিয়েছে। চিন তার জ্বালানির বড় একটা অংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে থাকে। তাই পারস্য উপসাগরের অস্থিতিশীলতা সরাসরি তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। এ কারণেই চিনের পক্ষ থেকে বারবার সংযম অবলম্বন করার এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলা হচ্ছে।

দীর্ঘ মেয়াদের এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও কমিয়ে দিতে পারে। আঞ্চলিক দেশগুলি হয়তো তখন তাদের নিরাপত্তার জন্য একক কোনও শক্তির ওপর নির্ভর না করে একাধিক শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার পথ বেছে নেবে। এতে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব না হলেও, একটি বহুমেরুর বিশ্ব গড়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত হবে। ইরান এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। যুদ্ধের সমাপ্তি কোন পথে হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট সমাধান সূত্রও এখনও পর্যন্ত মেলেনি। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে কে জয়ী হবে, সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হলো, এই সঙ্কট আমাদের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের মুখে নিয়ে যাচ্ছে, যা এক অনিশ্চিত ও বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অনন্ত পথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর— পূর্ণের পথের যাত্রী আত্মার অমরতা ও অসীমতায় বিশ্বাসী কবির অন্তরে এ কদিকে যেমন অসীম তৃষ্ণা, তেমনি অপরদিকে অসীম আশা। তিনি জানেন মানুষের কোনও সাধনাই ব্যর্থ নয়— যা কিছু অসম্পূর্ণ, সবই পূর্ণতা লাভ করবে একদিন।

'এ জন্মের যা কিছু সুন্দর
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ
দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণকার ইঙ্গিত জানায়ে
বাজে মনে নহে দূর নহে বহুদূর।'

নদী যেমন অসীমের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অসীমের মধ্যে আমাদের সকল সাধনাই একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। এই সীমার জগতেও আমরা দেখি, যার অবসান হল মনে করি, তা নব নব রূপে ফিরে ফিরে আসে।

'ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায়
চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।'

কবি অপূর্ণকে সূর্যের বিপরীত মনে করেন না। বলেন,

পূর্ণাভিমুখী। তাই তো
তিনি বলেছেন
'জীবনের ধন কিছুই
যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।'

কবি যেন সত্যের উপলব্ধি করে নিজেকে বার বার আশ্বস্ত করেছেন, সেই সত্যের কথা প্রভুর উদ্দেশে বলেছেন 'জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি সারা। যে ফুল না ফুটিয়ে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। / মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট, / রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট / তাপবিমোচন করুণ কোর তব/ মৃত্যু অমৃত করে দান।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রথম প্রভাতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই আহ্বান করেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায়। আবার বলেছেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'। অসীম প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর চিন্তার স্তরে স্তরে যে মানবকল্যাণের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত, রবীন্দ্র- গবেষণায় তা উঠে এসেছে। তবে সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ধারণ - লালন করতে হয়েছে। বালক বয়সে মায়ের মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে সন্তান ও স্ত্রীর অকালমৃত্যু এর মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর মতো বেদনাবহ ঘটনা যেখানে সমগ্র মানবসত্তাকে ওলোট-পালট করে দিতে সক্ষম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একান্ত স্বজন হারিয়েও নিজেকে স্থির রেখেছিলেন। তবে কাব্য- সাহিত্যে কবির 'মৃত্যু- দর্শন' নানা অনুষঙ্গে বিকশিত ও সমন্বিত হওয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যতই তিনি বেদনাবহ ঘটনাগুলো সসম্মানে আত্মস্থ করে উপেক্ষা করুন না কেন নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখেন 'খ্যাতির কলবরমুখর প্রাঙ্গণে আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা রয়েছে, সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না। আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে।' আবার, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে 'মৃত্যু' কবিতায় বলেন

'মৃত্যু অজ্ঞাত মোর
আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া
কাঁপিতেছি ডরে
এত ভালোবাসি
বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে আমি ভালো
বাসিব নিশ্চয়।'

অস্বীকারের সুযোগ নেই, 'মৃত্যু' এমনই এক বাস্তব সত্য যে, মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্বাসের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। যদিও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে মৃত্যুকে। তাই সবসময় মৃত্যুকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়। তবুও মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করে কোনও উপায় নেই মানুষের। কবির অধিকাংশ কবিতা এবং গানে পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার গভীর আকুতি প্রতিভাত। পরমপুরুষের সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়েই কবি যে পরম সুখের সন্ধান করেছেন, তা অনন্ত জীবনেরই ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বতানকে জীবন গানে' মেলাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রচনা করেছেন দুঃখের গান, যা শুনে মানুষের মন অনন্তর পানে ধেয়ে যায়। এই অনাবিল অনন্তের ধারা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থায় পর্যবসিত। তিনি বলেন

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা
ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি
উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবন নাথ,
শান্ত চরণে এসো।'

জীবনকে আটকে রাখা যাবে না, এই পরম সত্যকে বারবার উপলব্ধিতে এনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যে মৃত্যুদর্শন এঁকেছেন, তা কালক্রমে হয়ে উঠেছে নান্দনিক এক জীবনদর্শন। তিনি লিখেছেন, 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।' তিনি স্বাভাবিকভাবে ঝরে যাওয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন লেখায়। এসব সত্য কবি জীবন দিয়ে বুঝেছেন। তাই তিনি মৃত্যু সম্পর্কে সানাই-এর 'ক্ষণিক' কবিতায় লিখেছেন

'এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি একি
ক্ষণিকের পরে অসীমের
বরদান আড়ালে আবার
ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু- দর্শনেও প্রেক্ষণবিন্দুতে আছে একটি বোধ; আর তা হলো মৃত্যু তার শোক ও দুঃখের মাধ্যমে জীবনে সত্যের, মুক্তির ও শক্তির ত্রয়ীরূপকেই ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং তাঁর মতে সুখের মতো দুঃখকেও স্বাগত জানাও, স্বাগত জানাও জীবনের মতো মৃত্যুকেও। এই চেতন-প্রক্রিয়া মৃত্যুর মাঝেও নান্দনিক অনুভবের ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ যাপনের অতলস্পর্শী হৃদয় মুখরতার গাম্ভীর্য থেকে খুঁজে এনেছেন মহিমান্বিত নান্দনিকতা। আবার সেই নান্দনিকতার কোলেই তিনি বস্তুত একা হয়েছেন। প্রাণময়ী উষ্ণতায় মেলে ধরেছেন জীবনের সহস্র রঙ। তাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দর্শন'-এর মতো তাঁর 'মৃত্যু-দর্শন'ও গুরুত্বপূর্ণ। বোধ করি, জীবনের প্রতিটি মাধুর্যমণ্ডিত মুহূর্তেই তিনি পরম মমতায় মৃত্যুর অনিবার্য শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি লিখেছেন 'ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভারে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্য্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই।' রবীন্দ্রনাথ নিজে আপন সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা পড়েননি ঠিকই, কিন্তু এটি মর্মে মর্মে জানতেন তাঁর জাগতিক দেহ বিলীন হলেও তিনি তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্যে চিরদিন তাঁর মমতাময়ী মর্ত্যভূমিতে অমর হয়ে থাকবেন। জীবনের সাধনায় তিনি যে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন, তা তাঁকে হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে উৎসাহিত করে। এই পরিতৃপ্তিই তাঁর অন্ন, পথের পাথেয়। 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি লিখেছেন

'যাত্রা হয়ে আসে সারা
আয়ুর পশ্চিম পথ শেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের
শেষ বদ্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার
ভরি দুই মুঠি।
বর্ণ সমারোহে দীপ্ত মরণের
দিগন্তের সীমা
জীবনের হেরিনু মহিমা।'

তিনি বলেন 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' প্রিয়জনদের নানারকম দুঃখ-সওয়া এবং দুঃখ-দেওয়া অকালমৃত্যুগুলি প্রত্যেকটিই একটিমাত্র প্রশ্ন করে বসে আছে রবীন্দ্রনাথের মনে মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি দুঃখকে বুঝতে সক্ষম হন। যে কারণে কবির ভাবনায় মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, বাউল, কখনো বা বালিকা বধূর বর বেশে, সখা সেজে বন্ধুরূপে, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষার মতো অবগুণ্ঠনের আবরণ পরে, অরুণবহ্নির রুদ্র সাজে, জীবনরথের সারথি হয়ে, ললিত লোভন মোহন রূপে কিংবা জ্যোতির্ময়ের পরশমণি হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি পুরোপুরি মানবকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন বলেই হয়তো স্বজন বিয়োগবেদনা বা মৃত্যুবেদনা থেকে উত্থিত জীবনবিমুখতা তাঁর কাছে স্বার্থমগ্নতারই অন্য একরূপ। মৃত্যুর সৌন্দর্য্য আস্বাদন করে তিনি সেই পরম উপলব্ধির অমিয়ধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতা ও গানে, সাহিত্যের নানা শাখায়। বিনাশ নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শলাভে দেহের খোলস বদলে যায় বারংবার। কারণ এমন বদলেই সম্ভব হয়, নানা রূপ পরিগ্রহের ভেতর দিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের আস্বাদন রবীন্দ্রনাথে যার সার্থক উপস্থিতি। মানুষের ভালবাসার অকৃপণ উৎস কবিকে ভালোবাসার অপরাজেয় শক্তি যুগিয়েছে। বিদায় তাঁকে নিতেই হবে, এ সত্য জেনেও তিনি ভালোবাসার কাছে দাঁড়িয়ে লিখেছেন

'এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই সত্য
এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে
করিবে অস্বীকার।'

কবি বলেন, জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘বন্দে মাতরম-এর বিরোধীরা দেশ ছাড়ুক বাংলার সভা থেকে যোগীর মন্তব্য

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): ‘বন্দে মাতরম বিরোধীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিতএমনই মন্তব্য করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্রে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশের পবিত্র ভূমি থেকে আমি এসেছি সেই বাংলায়, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত ও গান রচিত হয়েছে। যারা ‘বন্দে মাতরম-এর বিরোধিতা করে, তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।’’

ভাষণে তিনি বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উল্লেখ করেন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বোস, সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিএবং তাঁদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার কথা তুলে ধরেন।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘‘শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, এক দেশে দু’টি আইন চলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের আদর্শগত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে।’’

তিনি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি নিয়েও সর্বারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের তোষণনীতি সীমা ছাড়িয়েছে এবং ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, “এই বাংলাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মতো মনীষীদের জন্মভূমি। অথচ তৃণমূল এই রাজ্যকে বিভাজন ও অত্যাচারের ভূমিতে পরিণত করেছে।”

এছাড়াও, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নারী নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে নাম না করে তাঁর অভিযোগ, এমন ঘটনায় সরকার নীরব থাকে।

উল্লেখ্য, এদিন পশ্চিমবঙ্গে মোট তিনটি নির্বাচনী সভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

খার্গের চিঠির জবাবে সর্বদল বৈঠকের দাবি, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ‘তাড়াহুড়ো’ করছে সরকার: অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে লেখা চিঠিতে মহিলা সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল বাস্তবায়নে কেন্দ্রের ‘তাড়াহুড়ো’ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের বদলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লক্ষ্যেই এই তৎপরতা।

আগামী সপ্তাহে মহিলা সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল নিয়ে আলোচনা ও পাশ করানোর জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সব দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার ফ্লোর লিডারদের কাছে চিঠি লিখে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ সর্বসম্মতভাবে পাশ করানোর জন্য সমর্থন চেয়েছেন, যাতে ২০২৯ সালের নির্বাচনের আগেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর সেই চিঠির জবাবে খার্গে লিখেছেন, ১৬ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অধিবেশনে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ নিয়ে আলোচনার কথা তিনি সদ্য জেনেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরেই এই আইন সর্বসম্মতভাবে সংসদে পাশ হয়েছিল।

খার্গের দাবি, তখনই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনটি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে সরকার তা কার্যকর করেনি, যদিও এখন বলা হচ্ছে যে দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য ছিল।

এই প্রেক্ষিতে তিনি ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।

খার্গে বলেন, ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ছাড়া এই ঐতিহাসিক আইন নিয়ে কার্যকর আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি আরও দাবি করেন, সরকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করেছেএই দাবি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং বিরোধী দলগুলি ২০২৬ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলা বিধানসভা নির্বাচনের পর সর্বদল বৈঠক ডাকার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছে।

চিঠিতে তিনি আরও অভিযোগ করেন, চলমান নির্বাচনের মধ্যেই বিশেষ অধিবেশন ডাকা প্রমাণ করে যে সরকার রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য বিল বাস্তবায়নে তাড়াহুড়ো করছে।

অতীতের উদাহরণ টেনে খার্গে বলেন, নোটবন্দি, জিএসটি, জনগণনা বা আর্থিক কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আস্থা জাগায় না।তিনি আরও জানান, এই সাংবিধানিক সংশোধন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের উপর প্রভাব ফেলবে, তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সব দল ও রাজ্যের মতামত শোনা জরুরি।

খার্গে প্রস্তাব দেন, যদি এই বিশেষ অধিবেশন সত্যিই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে ২৯ এপ্রিলের পর সর্বদল বৈঠক ডেকে ডিলিমিটেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

উল্লেখ্য, এই সাংবিধানিক সংশোধনী পাশ করাতে শাসক দলকে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন, যার জন্য বিরোধী দলগুলির সমর্থন অপরিহার্য।প্রস্তাবিত আইনে ২০২৭ সালের জনগণনার বদলে ২০১১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে, যাতে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই এটি চালু করা সম্ভব হয়।

বাংলা জিতে দিল্লিতে বিজেপিকে হটানোর সংকল্প মমতার

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রবিবার বাঁকুড়ার ওন্দায় এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি ঘোষণা করেন, বাংলায় জয়লাভের পর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি-নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোই তাঁদের নতুন ‘সংকল্প’।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমরা বাংলায় জিতব এবং দিল্লি থেকে বিজেপি সরকারকে সরাব। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। বাংলা নববর্ষ আসছে পয়লা বৈশাখে আমরা বিজেপিকে বিদায় জানানোর শপথ নেব।”

সভা থেকে তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, “আমরা ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি করেছি। আগামী দিনে সব কাঁচা বাড়িকেই পাকা করে দেব, যাতে প্রত্যেক মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পান। প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে।”

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, “আমরা কথা দিলে তা রাখি। কিন্তু বিজেপি ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেয়, পরে আর খোঁজ থাকে না।”

দিল্লি ও বিহারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, “মহিলাদের ৩,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু এক টাকাও দেয়নি। আবার কোথাও ৮,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেসবই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।”

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এসে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ‘চার্জশিট’ প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ওরা আবার আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে! আমাদের চার্জশিট ওদের বিরুদ্ধেওরা দেশের সংবিধান নষ্ট করেছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে।”

৪৭.২০ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণা চক্র ফাঁস, গ্রেফতার ৩

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ একটি ভুয়ো অনলাইন বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চালানো সাইবার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করেছে। এই ঘটনায় ৪৭.২০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা কমিশনের ভিত্তিতে সংগৃহীত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণার টাকা লেনদেন করত। তাদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক কিট, সিম কার্ড এবং অপরাধে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনাটি দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার সাইবার থানায় দায়ের হওয়া একটি ই-এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, এক ব্যক্তিকে ভুয়ো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শেয়ার, ইক্যুইটি এবং আইপিও-তে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করা হয়।

তদন্তে ‘অরেঞ্জ হার্বস প্রাইভেট লিমিটেড’-এর নামে একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত হয়, যেখানে প্রতারণার ৩ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল। আরও তদন্তে জানা যায়, এই অ্যাকাউন্টটি অন্তত ১২টি সাইবার প্রতারণার অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত এবং এটি ‘লেয়ার-১’ অ্যাকাউন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এসি পি রমেশ চন্দর লাম্বার তত্ত্বাবধানে, ইন্সপেক্টর সতেন্দর পুনিয়া ও ইন্সপেক্টর সোহন লাল বিজারনিয়ার নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল হরিয়ানা, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়সহ বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালায়।

হরিয়ানার জিন্দের বাসিন্দা ৪৭ বছরের বিশাল চৌহানকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কমিশনের বিনিময়ে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সিম কার্ড, ডেবিট কার্ড ও চেকবই অন্যদের হাতে তুলে দেন। এর জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে।

পরবর্তীতে এই চক্রের মধ্যস্থতাকারী ঋত্বিক যাদবকে রাজস্থানের জয়পুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বিশাল চৌহানের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক কিট ও সিম কার্ড সংগ্রহ করে অন্যদের কাছে সরবরাহ করতেন।এরপর উত্তরপ্রদেশের মেইনপুরীর বাসিন্দা ২২ বছরের প্রিয়াল প্রতাপ যাদবকে দিল্লির কিংসওয়ে ক্যাম্প এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকেও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে, যা প্রতারণায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

বর্তমানে বিশাল চৌহান ও ঋত্বিক যাদব বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, অভিযুক্তরা একটি বড় সংগঠিত চক্রের অংশ। তারা ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ কমিশনের বিনিময়ে ব্যক্তি ও সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করে সাইবার প্রতারণার টাকা ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করত, যাতে সহজে ধরা না পড়ে।পুলিশ জানিয়েছে, চক্রের অন্যান্য সদস্যদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত চলছে। দিল্লি-এনসিআরসহ বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি ও অভিযান জোরদার করা হয়েছে।ঘটনার আরও বিস্তারিত জানার অপেক্ষা।

দিল্লিতে আন্তঃরাজ্য মাদকচক্র ভাঙল পুলিশ, ৫৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার; গ্রেফতার ৬

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স স্কোয়াড। দিল্লি পুলিশ-এর পূর্ব জেলার বিশেষ অভিযানে মোট ৫৮.৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ছ’জনকে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৫.৩১ লক্ষ টাকা নগদ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে এই মামলায় দু’জন অভিযুক্তনদিম ও মনু ওরফে অভিষেককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ৪৫.৭৬০ কেজি গাঁজা, ২.৬৫ লক্ষ টাকা নগদ, একটি ইলেকট্রনিক ওজন মেশিন এবং প্যাকেজিং সামগ্রী উদ্ধার হয়।

তদন্তে নেমে পুলিশ মাদকচক্রের উৎস ও সরবরাহ নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতে ‘ব্যাকওয়ার্ড’ ও ‘ফরওয়ার্ড’ লিঙ্কে কাজ শুরু করে। প্রযুক্তিগত নজরদারির ভিত্তিতে ৯ এপ্রিল গাজিয়াবাদের লোনি এলাকা থেকে মূল সরবরাহকারী শের খানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ১১ এপ্রিল কল্যাণপুরীর বাসিন্দা পিঙ্কি কৌর ওরফে ‘ডন’-কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ২.৬৩৬ কেজি গাঁজা, ২.৬৬ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্যাকেজিং সামগ্রী উদ্ধার হয়।তদন্তে আরও জানা যায়, এই মাদক বিহার থেকে আনা হচ্ছিল। সেই সূত্র ধরে সঞ্জয় ঝিলের কাছে ফাঁদ পেতে বিহারের দুই সরবরাহকারী দীপক পটেল ও বিকাশ রাইকে ধরা হয়। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১০.৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

সব মিলিয়ে পুলিশ মোট ৫৮.৬৯৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে, যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ ৫,৩১,৫৮০ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ প্যাকেজিং সামগ্রী।পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা একটি সংগঠিত চক্রের অংশ, যারা বিহার থেকে বড় পরিমাণে গাঁজা এনে দিল্লি-এনসিআর এলাকায় ভাড়া বাড়ি বা আবাসনে মজুত রাখত। পরে সেগুলি ছোট প্যাকেটে ভরে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা হত।

এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিশেষ সংসদ অধিবেশন ঘিরে বিজেপির তিন লাইনের হুইপ জারি

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): ১৬ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলা তিন দিনের বিশেষ সংসদ অধিবেশনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের লোকসভা ও রাজ্যসভার সমস্ত সাংসদের জন্য কড়া তিন লাইনের হুইপ জারি করেছে।

দলীয় অফিস সেক্রেটারি শিব শক্তি নাথ বকশির সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্তবৃহস্পতিবার থেকে শনিবারসমস্ত বিজেপি সাংসদদের সংসদে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “সমস্ত মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, উল্লিখিত তিন দিন সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকুন।” পাশাপাশি স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, ‘‘সংসদে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, কোনও ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। হুইপ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।” এই নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের কাজ হতে চলেছে এবং সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে উদ্যোগী।

বাজেট অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ১৬ এপ্রিল থেকে আবার বসবে লোকসভা ও রাজ্যসভা। এই অধিবেশনে নির্বাচন ও প্রশাসনিক কাঠামোগত সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ করে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ বা মহিলা সংরক্ষণ বিল, যা লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলে, তা এই অধিবেশনে তোলা হতে পারে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, তিন লাইনের হুইপ সংসদীয় প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে কঠোর নির্দেশ হিসেবে গণ্য হয়। এটি অমান্য করলে সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, এমনকি চরম ক্ষেত্রে দল থেকে বহিষ্কার বা অযোগ্য ঘোষণার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে।

সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ও ভোটাভুটির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই শাসক দল এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলিও অধিবেশনে সরকারের এজেন্ডা নিয়ে জোরালোভাবে বিরোধিতা করতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে অনুমান।

তৃণমূলের ‘গুণ্ডারাজ’ থামাতে বাংলায় দরকার ‘ইউপি মডেল’: যোগী আদিত্যনাথ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তোষণনীতি ও ‘মাফিয়া রাজ’-এর অভিযোগ তুলে কড়া আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার বাঁকুড়ার সোনামুখীতে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি দাবি করেন, বাংলায় ‘ইউপি মডেল’-এর প্রয়োগই তৃণমূলের ‘গুণ্ডারাজ’ বন্ধ করতে পারে।

তিনি বলেন, ‘‘বাংলায় এখন অরাজকতা চলছে।তৃণমূলের গুণ্ডা ও মাফিয়ারা রাজত্ব করছে। একসময় উত্তরপ্রদেশেও একই পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর সেখানে আর তোষণনীতি বা মাফিয়া রাজ নেই। এখন সব নাগরিক নিরাপদ। বাংলাতেও সেই ইউপি মডেল প্রয়োজন।”

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে হিংসা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, “বিজেপির কাছেই গুণ্ডাদের মোকাবিলার সমাধান রয়েছে।”

তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে নিশানা করে অভিযোগ করেন, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কারণে তিনি অনেক বিষয়ে নীরব থাকেন। বাংলাদেশের এক হিন্দু হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “আমরা প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নীরব ছিলেন। তিনি ভয় পান, ভোট হারানোর আশঙ্কা থাকে।”

এছাড়াও, দুর্গাপুজো ও নবরাত্রি উদযাপনেও বাধা তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। “এটা আর মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাকে তার আগের গৌরব ফিরিয়ে আনতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে,” বলেন যোগী। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, “এই বাংলা স্বামী বিবেকানন্দ-র জন্মভূমি। কিন্তু কংগ্রেস, বাম এবং গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূলসবাই মিলে বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে।” তিনি দাবি করেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন আসবেই।

১.৫৩ লক্ষ কোটি টাকার ‘বুস্টার শট’, ভারতীয় রেলে বড়সড় সম্প্রসারণের পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বড়সড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১০০টি নতুন রেল প্রকল্পে মোট ১.৫৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে বলে রবিবার জানাল রেল মন্ত্রক। এই প্রকল্পগুলির আওতায় ৬,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে।

রেল মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্যপত্র অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যেখানে ৬৪টি প্রকল্পে ৭২,৮৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল (প্রায় ২,৮০০ কিমি), সেখানে এবারের অনুমোদনে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, রুট কভারেজ বেড়েছে ১১৪ শতাংশেরও বেশি এবং আর্থিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১১০ শতাংশের বেশি।

অনুমোদিত ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নতুন রেললাইন, ডাবলিং ও মাল্টিট্র্যাকিং, বাইপাস লাইন, ফ্লাইওভার এবং কর্ড লাইন নির্মাণ। এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য হল ব্যস্ত রুটগুলিতে চাপ কমানো, সময়ানুবর্তিতা বাড়ানো এবং যাত্রী পরিষেবা উন্নত করা। পাশাপাশি, এখনও পর্যাপ্ত রেল সংযোগ নেই এমন এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে।

মহারাষ্ট্র (১৭টি প্রকল্প), বিহার (১১), ঝাড়খণ্ড (১০) এবং মধ্যপ্রদেশ (৯) এই চারটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। শিল্প পরিবহণ, মালবাহী করিডর এবং যাত্রী চাহিদার কারণে এই রাজ্যগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

এই প্রকল্পগুলির ফলে মালবাহী করিডর আরও শক্তিশালী হবে, শিল্প সংযোগ বাড়বে এবং যাত্রী চলাচল সহজ হবে। ফলে দেশের সামগ্রিক লজিস্টিক নেটওয়ার্কেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রধানমন্ত্রীর গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে আদিবাসী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল সংযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ছত্তীসগঢ়ের রৌঘাট-জগদলপুর রেললাইন-সহ ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার একাধিক করিডর এই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেযার ফলে বাজার, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই বিনিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। ৩৫টিরও বেশি প্রকল্পের ব্যয় ১,০০০ কোটির বেশি।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে কাসারা-মানমাড তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, খারসিয়া-নয়ারায়পুর-পারমালকাসা পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইন, ইটারসি-নাগপুর চতুর্থ লাইন এবং সেকেন্দ্রাবাদ-ওয়াদি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন। এই বড় প্রকল্পগুলিতেই ২৮,০০০ কোটির বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

‘মিশন ৩০০০ এমটি’-র লক্ষ্য অনুযায়ী মাল পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ানোতেও এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

পাশাপাশি কয়লা ও খনিজ পরিবহণ, বন্দর সংযোগ বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় বাণিজ্যেও গতি আসবে।

এই বিশাল বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, ইস্পাত ও সিমেন্টের মতো মূল শিল্পে চাহিদা তৈরি হবে এবং দেশের লজিস্টিক খরচ কমবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। রেল মন্ত্রকের মতে, “এটি শুধু উন্নয়ন নয়, দেশের আগামী অর্থনৈতিক উত্থানের ভিত্তি তৈরি করার পদক্ষেপ।”

ইউএই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, ভারতীয়দের সুরক্ষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আবু ধাবি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গে রবিবার সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। এই বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন।

বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সময় ইউএই-তে বসবাসকারী ভারতীয়দের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান জয়শঙ্কর। তিনি ভারত-ইউএই সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা করেন।

এই বৈঠকে দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম-ও উপস্থিত ছিলেন।

জয়শঙ্কর এক্স-এ লেখেন, “আবু ধাবিতে ইউএই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে সম্মানিত। প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছা জানিয়েছি এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সময় ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।”

এর আগে শনিবার তিনি ইউএই-এর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়। দু’দিনের এই সরকারি সফরে জয়শঙ্কর ইউএই-তে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। তিনি তাঁদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে ভারত সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং কঠিন সময়ে তাঁদের অবদানের প্রশংসা করেন।মরিশাস সফর শেষে তিনি এই সফরে ইউএই-তে পৌঁছান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে সুস্থ থাকতে মেনে চলুন চিকিৎসকদের টিপস

ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়। তাই তৃষ্ণা না পেলেও দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করা জরুরি। সাধারণ জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ঘোল, লেবুর শরবত বা ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা বরফ দেওয়া জল এড়িয়ে চলাই ভালো।

চৈত্র শেষের আগেই তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কোটা ছুঁইছুঁই। কাঠফাটা রোদে হাঁসফাঁস করছে সাধারণ মানুষ। একদিকে যেমন হিটস্ট্রোকের ভয়, অন্যদিকে পেটের সমস্যা কিংবা ডিহাইড্রেশন সব মিলিয়ে গরমের এই মরসুম স্বাস্থ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের মতে, জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু বদল আনলেই এড়িয়ে চলা সম্ভব বড় কোনও বিপদ।

গরমের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ডিহাইড্রেশন। ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়। তাই তৃষ্ণা না পেলেও দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করা জরুরি। সাধারণ জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ঘোল, লেবুর শরবত বা ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা বরফ দেওয়া জল এড়িয়ে চলাই ভালো।

এই সময় হজমের সমস্যা বা 'ফুড পয়জনিং' হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই বাইরের তেল-ঝাল বা মশলাদার খাবার একদম নয়। পাতে রাখুন সহজপাচ্য খাবার যেমন ঝিঙে, পটল, লাউ বা শসা। দই বা ঘোল অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। গরমে পচনশীল খাবার এড়িয়ে চলুন এবং সবসময় টাটকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন।

দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদ এড়িয়ে চলা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যদি বাইরে বেরোতেই হয়, তবে ব্যবহার করুন ছাতা, চশমা ও টুপি। হালকা রঙের সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরুন, যা ঘাম শুষে নিতে সাহায্য করবে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

রোদে বেরিয়ে যদি হঠাৎ মাথা ঘোরা, বমি ভাব বা শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, তবে দেরি না করে ঠান্ডা ছায়ায় আশ্রয় নিন। চোখে- মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিন। মনে রাখবেন, হিটস্ট্রোক একটি জরুরি অবস্থা, প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রখর রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া বা 'সানবার্ন' রুখতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এছাড়া ঘামাচি বা ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ এড়াতে দিনে অন্তত দুবার স্নান করার চেষ্টা করুন। চোখ জ্বালা করলে পরিষ্কার ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মরসুমের এই কঠিন সময়ে নিজের যত্ন নিন এবং পরিবারের বড় ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর রাখুন। সুস্থ থাকতে সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই।

চরম গরমেও ঘর থাকবে ঠান্ডা বাড়িতে রাখুন এসব গাছ

চরম গরমে রোদের তাপ ঘর গরম হয়ে যাচ্ছে। সব সময় তো আর এসি চালিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই ঘরকে ঠান্ডা করতে, সহজ টিপস হল, ঘরের ভিতর গাছ রাখা। কিন্তু কোন কোন গাছ রাখবেন, বুঝতে পারছেন না? রইল টিপস।

স্নেক প্ল্যান্ট : গরমকালে বাতাসকে ঠান্ডা এবং বিশুদ্ধ রাখতে স্নেক প্ল্যান্ট অত্যন্ত কার্যকর। এটি রাতেও অক্সিজেন ছাড়ে, তাই শোওয়ার ঘরের জন্য এটি আদর্শ। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এর খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না; সপ্তাহে মাত্র একবার জল দিলেই চলে। তবে সরাসরি কড়া রোদে এটি রাখবেন না।

রাবার প্ল্যান্ট: বড় বড় পাতার কারণে রাবার প্ল্যান্ট বাতাস ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে এবং ঘরের শোভা বাড়ায়। এর খুব সামান্য রোদের প্রয়োজন হয়, তাই জানালার কাছে রাখা ভালো। মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই জল দিন, অতিরিক্ত জলে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে।

পিস লিলি: গরমে ঘর ঠান্ডা রাখার জন্য পিস লিলি একটি চমৎকার গাছ। এটি বাতাসে আর্দ্রতা তৈরি করে, যা গরমের প্রভাব কমিয়ে দেয়। মনে রাখবেন, এই গাছ ছায়া পছন্দ করে, তাই কড়া রোদ থেকে একে দূরে রাখুন। এর মাটি হালকা ভেজা রাখা প্রয়োজন, তবে অতিরিক্ত জল দেবেন না।

ফার্ন : ফার্ন গাছ একটি প্রাকৃতিক হিউমিডিফায়ার হিসেবে কাজ করে, যা পরিবেশকে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে। গরমের সময় এই গাছ ঘরের ভেতরে রাখা খুবই জরুরি। এই গাছ আর্দতা পছন্দ করে, তাই প্রতিদিন সামান্য জল স্প্রে করুন এবং সরাসরি রোদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। স্পাইডার প্ল্যান্ট: গরমের দিনে ঘরের ভেতরে রাখার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্ট একটি দারুণ বিকল্প। এটি বাতাসকে শুদ্ধ করে এবং ঘরকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। এই গাছের জন্য হালকা রোদ এবং খুব কম জলের প্রয়োজন হয়, তাই খুব বেশি দেখাশোনা করার ঝক্কি নেই।

মানিপ্ল্যান্ট: মানিপ্ল্যান্ট ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখে এবং পরিবেশকে শীতল করতে সাহায্য করে। এই গাছ মাটি বা জল দুই মাধ্যমেই জন্মায়। অল্প আলোতেও এটি খুব ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। জানালা বা বারান্দায় এই গাছ লাগালে ঘরের সৌন্দর্যও বহুগুণ বেড়ে যায়।

অ্যালোভেরা : খুব কম মানুষই জানেন যে অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী ঘর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এটি ত্বক ও চুলের জন্য খুবই উপকারী। অ্যালোভেরা ঘরের ভেতরে বা বাইরে দুই জায়গাতেই রাখা যায়। ঘরের ভেতরে রাখলে জানালার পাশে রাখা ভালো, যাতে এটি হালকা রোদ পায়।

টোটকা মানলে কয়েক মিনিটেই খাবার হবে তৈরি

অনেকেই রান্না করতে ভালোবাসেন কিন্তু সবজি কাটতে গেলেই তাদের জ্বর আসে। এর সহজ সমাধান হলো 'প্রি-কাটিং'। ছুটির দিনে বিনস, ব্রকোলি বা গাজর কেটে হালকা ভাপিয়ে বা কাঁচাই এয়ারটাইট ব্যাগে ভরে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন। সকালে স্রেফ কড়াইতে তেল দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি।

সকালবেলায় আলসেমি মাখা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে 'আজ টিফিনে কী হবে?', 'দুপুরের রান্নার সময় আছে তো?' এই ইঁদুর দৌড়ে হার মানতে হয় অনেককেই। শুধু রান্নার জন্য সময় বের করতে গিয়ে নিজের জন্য টুকু সময় থাকে না। কিন্তু স্মার্ট গৃহিণী বা কর্মব্যস্ত পুরুষ, সবার জন্যই রান্নাঘর সামলানোর কিছু 'ম্যাজিক ট্রিকস' আছে। প্রস্তুতির অঙ্কটা যদি একটু কষানো থাকে, তবে হেঁশেলের সময় কমবে অনেকটাই। মশলা কষানো — বাঙালি রান্না মানেই মশলা কষানো হয় বেশ সময়সাপেক্ষ। এই খাটনি কমাতে একদিন সময় করে পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা আর টমেটো দিয়ে বেশ খানিকটা মশলা কষিয়ে রেখে দিন। পনিরের তরকারি হোক বা কষা মাংস স্রেফ ফ্রিজ থেকে বার করে কড়াইতে দিলেই কেল্লাফতে। স্বাদের বদল আনতে শুকনো খোলায় ভাজা চিনেবাদাম, রসুন আর ধনেপাতা দিয়ে একটি স্পেশাল পেস্ট তৈরি করে রাখতে পারেন। ডিমের ঝোলে এটি ব্যবহার করলে স্বাদ হবে হোটেলের মতো। সবজি কাটা অনেকেই রান্না করতে ভালোবাসেন কিন্তু সবজি কাটতে গেলেই তাদের জ্বর আসে। এর সহজ সমাধান হলো 'প্রি-কাটিং'। ছুটির দিনে বিনস, ব্রকোলি বা গাজর কেটে হালকা ভাপিয়ে বা কাঁচাই এয়ারটাইট ব্যাগে ভরে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন। সকালে স্রেফ কড়াইতে তেল দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি। আলু বা কুমড়োও কেটে জিপলক ব্যাগে রাখলে দিন তিনেক দিব্যি টাটকা থাকে।

ডিম সেদ্ধ

ডিম হল বিপদের বন্ধু। চার-পাঁচটা ডিম একবারে সেদ্ধ করে খোসাসুদ্ধ ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে স্যান্ডউইচ হোক বা রাতে চটজলদি কারি সেদ্ধ ডিম থাকলে দোনামনা করতে হয় না। এমনকি পাস্তা বা নুডলসও সেদ্ধ করে সামান্য সাদা তেল মাখিয়ে ফ্রিজে রাখতে পারেন। খুদেকে টিফিন দেওয়ার সময় শুধু সবজি দিয়ে সতে করে নিলেই কাজ শেষ।

শরবত কিউব

গরমে বাইরে থেকে ফিরে লেবু জল বা লস্যি বানানোর ধৈর্য্য থাকে না। তাই আগেভাগেই লস্যি বা তরমুজের রস করে বরফের ট্রে-তে জমিয়ে রাখুন। অফিস থেকে ফিরে গ্লাসে কিউবগুলো ফেলে একটু জল আর নুন-চিনি মিশিয়ে নিলেই এক গ্লাস স্বর্গীয় শান্তি! সবশেষে মনে রাখবেন, রান্না কেবল খাটনি নয়, একটু বুদ্ধি খরচ করলে এটা একটা শিল্প। তাই কৌশলগুলো আজই কাজে লাগিয়ে দেখুন, দিনের শেষে নিজের জন্য অন্তত আধঘণ্টা বেশি সময় বাঁচবে।

সকালে খালি পেটে এই ৫ ভুলে বাড়তে পারে ব্লাড সুগার

সকালের শুরুটা ঠিকঠাক না হলে তার প্রভাব পড়ে সারা শরীরের ওপর। বিশেষ করে যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামা করে, তাঁদের জন্য সকালের অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খালি পেটে করা ছোট কিছু ভুল কীভাবে আপনার ব্লাড সুগার বাড়িয়ে দিচ্ছে, জেনে নিন। সকালের শুরুটা ভালো হলে সারা দিন শরীর চনমনে থাকে। কিন্তু অজান্তেই আমরা এমন কিছু ভুল করে ফেলি যা সরাসরি আমাদের ব্লাড সুগার লেভেলের ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে খালি পেটে ভুল খাবার বা পানীয় রক্তে শর্করার ভারসাম্য এক নিমেষে বিগড়ে দিতে পারে।

সকালে খালি পেটে ফ্রেশ জুস বা স্মুদি খাওয়া স্বাস্থ্যকর মনে হলেও এটি সুগার বাড়াতে পারে। জুসে ফাইবার কম থাকায় শর্করা খুব দ্রুত রক্তে মিশে গিয়ে সুগার স্পাইক ঘটায়। এর ফলে শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অনেকেই ওজন কমাতে সকালে শুধু ব্ল্যাক কফি খেয়ে দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকেন। ক্যাফেইন খালি পেটে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা লিভার থেকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ নির্গত করতে সাহায্য করে। এই অভ্যাসটি দীর্ঘমেয়াদে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে।

ফ্যাস্টডেড ওয়ার্কআউট বা খালি পেটে শরীরচর্চা চর্বি কমাতে সাহায্য করলেও সবার জন্য এটি ঠিক নয়। বিশেষ করে হাই-ইনটেনসিটি ব্যায়াম করলে শরীরে কর্টিসল ও অ্যাড্রেনালিন বেড়ে যায়। পর্যাপ্ত এনার্জি না থাকায় শরীর পেশি ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি করে, যা ব্লাড সুগারের ভারসাম্য বিগড়ে দেয়।

সকালে উঠে বিস্কুট, সাদা পাউরুটি বা প্যাকেটজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই ধরনের খাবারে থাকা রিফাইনড কার্ব খুব দ্রুত হজম হয়ে যায়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা আচমকা অনেকটা বেড়ে গিয়ে আবার দ্রুত পড়ে যায়, যা শরীরের জন্য ক্লান্তিকর।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এখন জনপ্রিয় হলেও শরীরের প্রয়োজন না বুঝে এটি করা বিপদজনক হতে পারে। দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকলে এবং সেই সঙ্গে মানসিক চাপ বা ঘুমের অভাব যোগ হলে শর্করার ভারসাম্য বিগড়ে যায়। এর ফলে শরীরের মেটাবলিজমও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সকালে চিনিযুক্ত পানীয়র বদলে পর্যাপ্ত জল দিয়ে দিন শুরু করুন। প্রাতঃরাশে প্রোটিন, ফাইবার এবং হেলদি ফ্যাট রাখার চেষ্টা করুন যা সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ক্যাফেইন নেওয়ার আগে সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া সর্বদা বুদ্ধিমানের কাজ। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সময়মতো খাবার খাওয়া জরুরি। সামান্য অবহেলা শরীরের গ্লুকোজ লেভেলকে অনিয়ন্ত্রিত করে তুলতে পারে। তাই সুস্থ থাকতে সকালের এই ভুল গুলো আজই শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

গরমের স্বস্তি আইসক্রিম ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদ

অনেকেই আইসক্রিম খাওয়ার পর হঠাৎ মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'স্পেনোপ্যালাটাইন গ্যাংলিওনিউপ্ল বা সাধারণভাবে 'ব্রেন ফ্রিজ' বলা হয়। অত্যধিক ঠান্ডা পানীয় বা খাবার তালুর সংস্পর্শে এলে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে এই যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এছাড়াও, অতিরিক্ত চিনি মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে কিছু গবেষণায় দাবি করা হয়েছে।

কাঠফাটা রোদে এক স্কুপ ঠান্ডা আইসক্রিম যেন স্বর্গীয় প্রশান্তি। শিশু থেকে বৃদ্ধ গরমে আইসক্রিমের প্রলোভন সামলানো দায়। কিন্তু জিভের এই তৃপ্তি কি শরীরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিপদ ডেকে আনছে? সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট এবং চিকিৎসকদের সতর্কতা অন্তত সেই দিকেই আঙুল তুলছে। চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত আইসক্রিম খাওয়ার অভ্যাস কেবল স্থূলতা নয়, বরং হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো মারণ রোগের পথ প্রশস্ত করছে।

আইসক্রিমের মূল উপাদান হল চিনি, ফ্যাট এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য। এক কাপ সাধারণ ভ্যানিলা আইসক্রিমে যে পরিমাণ চিনি থাকে, তা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সারাদিনের চিনির চাহিদার প্রায় সমান। পুষ্টিবিদদের মতে, নিয়মিত আইসক্রিম খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া উচ্চ ক্যালোরি সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি দ্রুত ওজন বাড়াতে বা স্থূলতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আইসক্রিমে প্রচুর পরিমাণে 'স্যাচুরেটেড ফ্যাট' বা সম্পৃক্ত চর্বি থাকে। এটি রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ধমনীতে চর্বি জমার ফলে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, যা ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে, তাঁদের জন্য আইসক্রিম কার্যত 'সাইলেন্ট কিলার'।

অনেকেই আইসক্রিম খাওয়ার পর হঠাৎ মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'স্পেনোপ্যালাটাইন গ্যাংলিওনিউপ্ল' বা সাধারণভাবে 'ব্রেন ফ্রিজ' বলা হয়। অত্যধিক ঠান্ডা পানীয় বা খাবার তালুর সংস্পর্শে এলে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে এই যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এছাড়াও, অতিরিক্ত চিনি মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে কিছু গবেষণায় দাবি করা হয়েছে। বাজারচলতি সস্তা আইসক্রিমগুলোকে আকর্ষণীয় করতে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রং এবং ফ্লেভার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে থাকা অনেক রাসায়নিক উপাদান শিশুদের মধ্যে হাইপার-অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যালার্জির সমস্যা তৈরি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এই রাসায়নিকগুলো লিভার এবং কিডনিরও ক্ষতি করতে সক্ষম। চিকিৎসকরা আইসক্রিম পুরোপুরি ত্যাগ করতে না বললেও 'পরিমিত' খাওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন।

সপ্তাহে একদিনের বেশি আইসক্রিম না খাওয়াই ভালো। কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে 'সুগার কন্টেন্ট' এবং 'ফ্যাট' দেখে নিন। কৃত্রিম রঙের আইসক্রিম এড়িয়ে প্রাকৃতিক ফলের তৈরি আইসক্রিম বা বাড়িতে বানানো 'ফ্রুট পপসিকল' বেছে নিন। যাঁদের সাইনাস বা দাঁতের শিরশিরানির সমস্যা আছে, তাঁরা অতিরিক্ত ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে দূরে থাকুন। গরমের আরাম যেন আজীবনের অসুখ না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে নজর রাখাই এখন বুদ্ধিমত্তার কাজ।

জিমে না গিয়েও কী ভাবে নিজেকে ফিট রাখবেন?

ফিটনেস নিয়ে বলিউডে চর্চার শেষ নেই। সেই তালিকায় অন্যতম নাম হলো কৃতি শ্যানন। সম্প্রতি আমাজন এমএক্স প্লেয়ারের 'ফেমাসলি ফিট উইথ সোফি' টক শো-তে নিজের ফিটনেস জার্নি নিয়ে খোলামেলা আড্ডা দিলেন ৩৫ বছর বয়সি এই অভিনেত্রী। তিনি জানান, দিল্লিতে থাকাকালীন তিনি কোনওদিন জিমের ধারপাশে যাননি। তাঁর ফিটনেসের পিছনে রয়েছে অন্য রহস্য।

কৃতি জানান, তাঁর বহু পুরোনো একটি অভ্যাস হলো ফোনে কথা বলার সময় অনবরত হাঁটাহাঁটি করা। তাঁর কথায়, 'ফোন কানে নিলেই আমি হাঁটতে শুরু করি। মাঝেমধ্যে আমার বাবা-মাকে এসে বলতে হয়, এ বার একটু বোস!' অভিনেত্রী আরও জানান, শরীরচর্চার জন্য তাঁর সবসময় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন 'রাবতা' সিনেমার সময় চরিত্রের প্রয়োজনে তিনি কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছিলেন এবং সেখান থেকেই বোঝেন তাঁর শরীরের জন্য ঠিক কোনটি প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফোনে কথা বলতে বলতে হাঁটা আসলে একটি 'নন-এক্সারসাইজ অ্যাক্টিভিটি'। অর্থাৎ, এটি এমন একটি দৈনন্দিন নড়াচড়া, যা আলাদা করে ব্যায়াম না করলেও শরীরে ক্যালোরি খরচ বাড়ায়। সারাদিন বসে কাজ করার এই যুগে এই ধরনের ছোট ছোট মুভমেন্ট শরীরকে সক্রিয় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কেন এই অভ্যাস উপকারী?

হাঁটতে হাঁটতে কথা বললে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, মেটাবলিজম সক্রিয় থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমে। সবচেয়ে বড় কথা, এটি করতে আলাদা করে সময় বা মানসিক চাপ লাগে না, স্বাভাবিকভাবেই রুটিনের অংশ হয়ে যায়।

জিম ছাড়া সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি

যাঁরা দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, তাঁদের জন্য এই অভ্যাসটি আশীর্বাদের মতো। সিঁড়ি ব্যবহার করা, কথা বলার সময় পায়চারি করা বা ঘরের কাজ করার মাধ্যমে সারাদিনে প্রচুর ক্যালোরি ঝরানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিম সেশনের চেয়ে এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলি অনেক বেশি কার্যকর এবং সহজ।

ছোট অভ্যাসই শরীর ঠিক রাখে

তবে এর মানে এই নয় যে, জিম বা স্ট্রাকচার্ড ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নেই। যদি কারও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে যেমন ওজন কমানো, বডি টোনড করা, তা হলে শরীরচর্চা জরুরি। কিন্তু শুরুটা হতে পারে এই সহজ অভ্যাস দিয়েই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ফিটনেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধারাবাহিকতা। অর্থাৎ কৃতির মতো নিজের রুটিনের মধ্যেই ছোট ছোট বদল আনলে কোনও বাড়তি চাপ ছাড়াই শরীরকে সতেজ ও সুস্থ রাখা সম্ভব।

বেঙ্গল ভোট: চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে বিশেষ ইসিআই দল

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে চলতি সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গে আসছে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-র একটি বিশেষ দল। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোটগ্রহণের আগে এই পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রে খবর, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র নেতৃত্বে বিশেষ দলটি সোমবার সকালে কলকাতায় পৌঁছাতে পারে। তারা রাজ্যের মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন।

সূত্রের খবর, কলকাতায় পৌঁছে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হবে। একটি দল দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা জেলায় প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবে। অন্য দলটি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ বিভিন্ন জেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে।

দুই দলই সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সরেজমিনে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করছেন। সূত্রের দাবি, অতীতে খুব কম ক্ষেত্রেই সিইও নিজে এভাবে জেলায় জেলায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন।

সিইও দফতরের এক আধিকারিক জানান, অবাধ, সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই বাড়তি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তুলনায় এবারই প্রথম ইসিআই-র বিশেষ দল রাজ্যে এসে বিস্তৃত পর্যালোচনা করছে।

উল্লেখ্য, প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে, যেখানে উত্তরবঙ্গের সব জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি কেন্দ্রগুলিতে, বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভোট হবে। আগামী ৪ মে ফল ঘোষণা করা হবে।

ইরান আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর 'চূড়ান্ত প্রস্তাব'-এ সমর্থন ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): ইরানের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের পরমাণু আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর "চূড়ান্ত ও সর্বোত্তম প্রস্তাব"-এর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জে. ডি. ভ্যান্স জানান, ইসলামাবাদে দীর্ঘ ২১ ঘণ্টার আলোচনার পরও কোনও সমঝোতা সম্ভব হয়নি।

ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা একটি খুবই সরল প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, যা আমাদের চূড়ান্ত ও সেরা অফার। ইরান তা গ্রহণ করে কি না, সেটাই এখন দেখার।" তিনি জানান, আলোচনার পুরো সময়জুড়ে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। "গত ২১ ঘণ্টায় আমরা একাধিকবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি," বলেন ভ্যান্স।

ভ্যান্সের কথায়, ট্রাম্প আলোচক দলকে সৎ উদ্দেশ্যে আলোচনা চালানোর নির্দেশ দিলেও কিছু নির্দিষ্ট সীমারেখা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। "প্রেসিডেন্ট আমাদের বলেছিলেন, সৎভাবে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু শর্তগুলিও পরিষ্কার রাখতে হবে," তিনি জানান। তবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সত্ত্বেও ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে মতপার্থক্য দূর করা যায়নি। "অনেক গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে, সেটাই ইতিবাচক দিক। কিন্তু আমরা কোনও চুক্তিতে পৌঁছতে পারিনি," বলেন ভ্যান্স।

মার্কিন পক্ষের দাবি, ইরানকে দীর্ঘমেয়াদে পরমাণু অস্ত্র তৈরির পথে না যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে। "তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দরকার যে তারা কখনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না, বা সেই সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করবে না," তিনি বলেন। ভ্যান্স আরও জানান, ওয়াশিংটন অস্থায়ী নয়, স্থায়ী নিশ্চয়তা চায়। "শুধু এখন বা দু'বছরের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না এমন মৌলিক অঙ্গীকার আমরা এখনও পাইনি," তাঁর মন্তব্য।

তিনি আরও জানান, আলোচনার সময় জাতীয় নিরাপত্তা দলের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। যদিও নির্দিষ্ট মতভেদের বিষয়গুলি প্রকাশ করতে চাননি ভ্যান্স, তবু তিনি দাবি করেন, মার্কিন পক্ষ যথেষ্ট নমনীয়তা দেখিয়েছে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার বহু মানুষ ঘরছাড়া হবেন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে এক নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি দাবি করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়বেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী দিনে কারও ঠিকানা থাকবে না, আশ্রয় থাকবে না, পরিবার থাকবে না। বিজেপি সব কেড়ে নেবে।"

২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দু'দফায় ভোটের আগে এই জনসভা থেকে তিনি কেন্দ্রের শাসক দলকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে নাম না করে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবেএই প্রতিশ্রুতি 'ভিত্তিহীন'। "ওরা মিথ্যে কথা বলছে। সপ্তম বেতন কমিশনের কথা বলছে। আমরা ইতিমধ্যেই ফেব্রুয়ারির বাজেটে তা ঘোষণা করেছি। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে সরকারি কর্মীরা পেনশন পান," দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও, বাংলার জনপ্রিয় খাদ্যপণ্য ও মিষ্টি বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। "তিনি জানেনই না যে আমাদের পণ্য ইতিমধ্যেই স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হচ্ছে," বলেন মমতা।

জনসভা থেকে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার চক্রান্তের অভিযোগও তোলেন তিনি। যদিও কারও নাম নেননি, তবু বিজেপি ও এক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেন। "হাজার কোটি টাকার চুক্তি করে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ভিডিওটি নকল, এআই-তৈরি। কিন্তু যিনি ভিডিও করেছেন, তিনি বলছেন সেটি সত্যি," দাবি তাঁর।একইসঙ্গে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় বিজেপি সরকার চাই শিলিগুড়িতে মোদির সভায় জনতার দাবি

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র জনসভাকে ঘিরে রবিবার শিলিগুড়িতে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল। সভাস্থলে জড়ো হওয়া বহু মানুষ জানালেন, তারা বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি-র সরকার দেখতে চান।

সভা শুরুর আগেই "মোদী-মোদী" ও "বিজেপি জিন্দাবাদ" স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বহু সমর্থকের হাতে ছিল তেরঙ্গা, বিজেপির পতাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি।

এদিন শিলিগুড়িতে 'বিজয় সংকল্প সভা'-য় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদির। আসন্ন ২৩ ও ২৯ এপ্রিলের দু'দফা বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সভাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সভায় উপস্থিত এক শিল্পী, যিনি কেদারনাথ মন্দির-এর আদলে একটি প্রতিরূপ তৈরি করেছেন, জানান, "গত দু'বছর ধরে ধীরে ধীরে এটি তৈরি করেছি। ভেবেছিলাম, মোদি যখন বাংলায় আসবেন, তখন তাঁর হাতে তুলে দেব।"

আরেক সমর্থক বলেন, "আমরা এখানে এসেছি তাঁকে একবার দেখর জন্য। তিনি এখানে এসে বাস্তব পরিস্থিতি দেখুন। আমরা চাই, বাংলায় মোদি ক্ষমতায় আসুন।"বিজেপির টুপি পরে পতাকা হাতে আরেক জন জানান, "আমরা খুব খুশি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়েই এসেছি।"

এর আগে শনিবারও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক নির্বাচনী সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পরে দার্জিলিং জেলার বাগডোগরায় একটি বিশাল রোডশো-তেও অংশ নেন তিনি। সেই সময় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে "মোদী-মোদী" ও "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দেন।গাড়িতে বসে ও পরে জানালা দিয়ে হাত নেড়ে সমর্থকদের অভিবাদন জানান মোদি। তাঁর এই সরাসরি যোগাযোগে উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায় জনতার মধ্যে।

আন্তঃরাজ্য মাদকচক্রে বড়সড় ধরপাকড়, নাগপুরে ২১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার; গ্রেফতার ৪

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। একটি আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচারচক্র ভেঙে ২১০ কেজি মাদক উদ্ধার করেছে সংস্থাটি। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই ঘটনায় নাগপুর থেকে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার (১১ এপ্রিল) অভিযান চালানো হয়। মুম্বই জোনাল ইউনিট প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের নম্বরযুক্ত একটি ট্রাকে থাকা দুই অভিযুক্তপি. কুমার ও আর. কুমারকে আটক করে।

তল্লাশিতে দেখা যায়, বৈধ পণ্য ধাতব শিটের আড়ালে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল ২১০ কেজি গাঁজা। এই পদ্ধতি থেকে বোঝা যায়, নজর এড়াতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই মাদক ওড়িশার সাম্বলপুর অঞ্চল থেকে আনা হয়েছিল, যা গাঁজা সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এরপর তদন্তের সূত্র ধরে নাগপুরের আরও দুই ডিস্ট্রিবিউটরপাটিল ও বর্মাকে গ্রেফতার করা হয়।

এনসিবি জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া এই মাদক মহারাষ্ট্রের নাগপুর, অমরাবতী, আকোলা, নাসিক, পুনে ও মুম্বই-সহ বিভিন্ন শহরে সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল। সেখান থেকে খুচরো বাজারে বিক্রি করার কথা ছিল। সংস্থার মতে, এই চক্রটি একটি বৃহত্তর সংগঠিত মাদক নেটওয়ার্কের অংশ। গোটা সরবরাহ শৃঙ্খল ভাঙতে আরও তদন্ত চলছে।

এনসিবি জানিয়েছে, এই অভিযান মাদকচক্র ভাঙার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই অংশ এবং 'নেশামুক্ত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও মাদকবিরোধী লড়াইয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ জন্য 'মানস' জাতীয় নারকোটিক্স হেল্পলাইন (টোল-ফ্রি নম্বর ১৯৩৩)-এ তথ্য জানানোর অনুরোধ করেছে সংস্থা।

শিলিগুড়ির জনসমাবেশে উচ্ছ্বাসের ছবি শেয়ার মোদির, দাবি'মানুষের মনেই বিজেপি'

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): শিলিগুড়ির জনসভায় জনসমাগম ও উচ্ছ্বাসের ছবি তুলে ধরে রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিওতে দেখা যায়, বিশাল জনতা "মোদী-মোদী" স্লোগান দিচ্ছে, বিজেপির পতাকা ওড়াচ্ছে, আর সেই দৃশ্য নিজেই মোবাইলে ধারণ করছেন প্রধানমন্ত্রী।

ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি পোস্ট করে মোদি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের মেজাজ দেখতে হলে শিলিগুড়িতে আসুন। মানুষের মন ও মনে এখন একটাই দলভারতীয় জনতা পার্টি।

এদিন শিলিগুড়ির সভাস্থলে প্রধানমন্ত্রীকে একঝলক দেখতে বিপুল জনসমাগম হয়। উপস্থিত মানুষজন তাঁদের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাস্থল জুড়ে "মোদী-মোদী" ও "বিজেপি জিন্দাবাদ" স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণ রাজনীতির অভিযোগ তুলে কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের বাজেট বরাদ্দেই সেই নীতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, "মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, অথচ উত্তরবঙ্গের জন্য প্রায় কিছুই নেই। এতে বোঝা যায়, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে খুশি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।"

এছাড়াও, গত বছর উত্তরবঙ্গে বন্যা ও ধসের সময় মুখ্যমন্ত্রীর দুর্গাপুজো কার্নিভালে অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি সমালোচনা করেন। তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং'-কে সমর্থনের অভিযোগও তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের বাধার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এর ফলে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শনিবারও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক নির্বাচনী সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে দার্জিলিং জেলার বাগডোগরায় একটি বড় রোডশো-তেও অংশ নেন তিনি। সেই সময় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে তাঁকে স্বাগত জানান এবং "জয় শ্রী রাম" স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা।

THE 7TH STATE LEVEL
"BIU PARAB" CELEBRATION - 2026
(The Ethnic Festival of Barua People)
Near Kanchanpur H.S School, Kanchanpur, North Tripura.
INVITATION
Sir/Madam,
We the Members of the State Level "BIU PARAB ORGANISING COMMITTEE" in collaboration with the Sub-Divisional Administration, Kanchanpur and ICA Department, Government of Tripura feeling immense pleasure to invite you in the Celebration of the 7th State Level "BIU PARAB" which is set to be Celebrated at Kanchanpur (Near Kanchanpur H.S School, North Tripura) during 13th April to 15th April 2026.
Inaugurator
SRI TINKU ROY
Hon'ble Minister, Sports & Youth Affairs, has kindly consented to Inaugurate this auspicious Festival on 13th April 2026 at 6:00 PM.
The following Dignitaries will glorify the event by their kind presence.
Chief Guest
SRI BIKASH DEBBARMA
Hon'ble Minister, Tribal Welfare, Handloom, Handicrafts & Sericulture and Stastics.
Special guests
Sri Philip Kumar Reang, Hon'ble MLA, (Tripura Legislative Assembly)
Sri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, (Tripura Legislative Assembly)
Sri Bindu Debnath, Hon'ble MLA, (Tripura Legislative Assembly)
Sri Jadab Lal Debnath, Hon'ble MLA, (Tripura Legislative Assembly)
Smt Aparna Nath, Zilla Shabhadhipati, North Tripura District.
Sri Shailendra Nath, Hon'ble Member TTAADC.
Smt Swapna Rani Das, Hon'ble Member TTAADC.
Sri Ajanta Kumar Choudhury, BAC Chairman, Laljuri R.D Block.
Sri Birendra Kar, Social Activist.
Sri U.C. Mog, Social Activist.
The Inaugural Programme will be presided over by the President of the State Committee for Organising "BIU PARAB" in Tripura, Sri Swapan Mitra Talukdar.
Your gracious presence in the Inauguration Ceremony as well as in the Celebration of the Festival will glorify the event.
ICA/D-39/26

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, চিনের নাম বদলের চেষ্টা খারিজ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশ-সহ ভারতের ভূখণ্ডে চিনের তরফে 'মনগড়া নামকরণ'-এর প্রচেষ্টা রবিবার সরাসরি খারিজ করল ভারত। কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এই ধরনের পদক্ষেপে বাস্তব বদলাবে নাঅরুণাচল প্রদেশ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ' হিসেবেই থাকবে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, চিনের এই ধরনের 'দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা' ভারত একেবারেই মানে না। তিনি বলেন, "চিনের পক্ষ থেকে ভারতের ভূখণ্ডের অংশগুলিকে মনগড়া নাম দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ধরনের ভুয়ো দাবি বা কল্পিত বর্ণনা বাস্তব পরিস্থিতি বদলাতে পারে না।"

তিনি আরও জানান, এই ধরনের পদক্ষেপ ভারত-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চলতি প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। জয়সওয়ালের কথায়, "এই ধরনের কাজ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে। চিনের উচিত এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।"

উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গার নাম পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে চিন। গত বছরের মে মাসে চিনের সিভিল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক অরুণাচল প্রদেশের কয়েকটি এলাকার নতুন নাম প্রকাশ করেছিল, যাকে তারা 'জাংনান' বলে উল্লেখ করে।

সেই সময়ও ভারত এই পদক্ষেপকে 'অর্থহীন ও অযৌক্তিক' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, "এই ধরনের সৃজনশীল নামকরণ বাস্তব বদলাতে পারবে নাঅরুণাচল প্রদেশ ভারতেরই অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।"

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ইউনিট বৃদ্ধির হার ১৯৯৬-এর পর সর্বনিম্ন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ইউনিট বৃদ্ধির হার ২০২৪ সালে ১৯৯৬ সালের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ইকোনমিক সেনসাস ২০২৪-এর চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট ১.১৭ কোটি অর্থনৈতিক ইউনিট রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে, যা আগের দশকে (প্রায় ১১১ শতাংশ বৃদ্ধি) তুলনায় অনেকটাই কম।

বিবিএস-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'অর্থনৈতিক ইউনিট' বলতে এমন প্রতিষ্ঠান বা অর্থনৈতিক পরিবারকে বোঝায়, যারা লাভ, পারিবারিক আয় বা সমাজের পরোক্ষ উপকারের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত।

তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২১.৬৮ লক্ষ। ২০০৩ সালে তা বেড়ে ৩৭ লক্ষে পৌঁছয়, যা প্রায় ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি।

এছাড়াও, অর্থনৈতিক ইউনিটে যুক্ত মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধিও গত ২৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৩.০৬ কোটি মানুষ এই ইউনিটগুলির সঙ্গে যুক্ত, যা ২০১৩ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি।

২০২৪ সালের সেনসাস অনুযায়ী, মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ (৪০.১৯ শতাংশ) রয়েছে পাইকারি ও খুচরো বাণিজ্যে। এর পরেই রয়েছে পরিবহণ ও সংরক্ষণ খাত, যার অংশ ২২.২২ শতাংশ।

উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অংশ মাত্র ৯.৫৭ শতাংশ, যা ইঙ্গিত দেয় যে প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থনৈতিক ইউনিট পরিষেবা খাতে কেন্দ্রীভূত।

চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ ও শহরউভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছে, তবে মোট ইউনিটের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত।

এছাড়া, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য স্পষ্ট। মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে মাইক্রো শিল্পের অংশ ৫৭ শতাংশ এবং কুটির শিল্পের অংশ ৩৯ শতাংশ। ছোট শিল্পের অংশ মাত্র ৪.২ শতাংশ, মাঝারি শিল্প ০.৩১ শতাংশ এবং বড় শিল্পের অংশ মাত্র ০.০৮ শতাংশ।

এটিএমে জমার টাকা নিয়ে উধাও দুই কর্মী হায়দরাবাদে ১.২০ কোটি টাকার গরমিল

হায়দরাবাদ, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস): এটিএমে জমা দেওয়ার জন্য রাখা প্রায় ১.২০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন এক নগদ ব্যবস্থাপনা সংস্থার দুই কর্মী। ঘটনাটি হায়দরাবাদের এসআর নগর এলাকায় ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সিএমএস ইনফো সিস্টেমস লিমিটেডের পক্ষ থেকে দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছে, সংস্থার দুই কর্মীবাসিরেড্ডি ও লতিফগত দু'দিন ধরে নিখোঁজ। তাঁদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগও করা যাচ্ছে না।

সেকেন্দ্রাবাদের শাখা ব্যবস্থাপক নবীন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, ওই দুই কর্মী নিয়মিত কাজে যোগ দিচ্ছেন না এবং তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অভিযোগের ভিত্তিতে এসআর নগর থানায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে বিশেষ দলও গঠন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দুই কর্মীর দায়িত্ব ছিল এসআর নগর এলাকার বিভিন্ন এটিএমে নগদ টাকা জমা করা। সম্প্রতি সংস্থার তরফে ৩১টি এটিএমে অডিট চালানো হলে কয়েকটিতে বড়সড় নগদের ঘাটতি ধরা পড়ে। অডিটে মোট ১,২০,৯৮,৫০০ টাকার গরমিল ধরা পড়ে।

অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে এসেছে, অন্তত ৮টি এটিএমে নির্ধারিত টাকা জমা করা হয়নি। একই সঙ্গে ওই দুই কর্মীর অনুপস্থিতি তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে।

এদিকে, পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ এবং কল ডেটা রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সাইবার অপরাধ রুখতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়েছে পুলিশ। গোষামহল ও টোলিচৌকি থানার উদ্যোগে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিশিং লিঙ্ক, প্রতারণামূলক ফোনকল থেকে সাবধান থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে কখনও ওটিপি বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য ভাগ না করার পাশাপাশি কোনও প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত ১৯৩০ জাতীয় সাইবার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করার জন্য নাগরিকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

হিংসায় দীর্ণ এডিসি নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেও দয়ালপাড়ার এই সংঘর্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রশাসনের ওপরেও অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, দুপুরের পর থেকেই ২৬ নং বীরচন্দ্র কলসী কেন্দ্রের বিভিন্ন পোলিং স্টেশনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক স্থানে মারামারির ঘটনা ঘটে, যার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হন।

অভিযোগ অনুযায়ী, পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে কিছু কিছু ভোটকেন্দ্র কার্যত ভোটারশূন্য হয়ে পড়ে। অলোইছড়া এলাকায় তিনটি বোমা নিক্ষেপের ঘটনাও সামনে এসেছে, যা এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, ২৬ নম্বর কেন্দ্রের ৩৫ নম্বর বুথের অনন্ত সর্দার পাড়ায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, দেবদারু এলাকায় বিজেপির পাঁচজন কর্মী আক্রান্ত হয়ে আহত হন। বর্তমানে তারা জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

যেসব এলাকায় সংঘর্ষ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, বিভিন্ন স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা অবজারভারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, তিনি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের ডাকবাংলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অবস্থান করছেন। এডিসি এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা যেন দ্রুত এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করেন।

এদিকে সাব্রুমে এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষে ইভিএম বহনকারী গাড়ি নিয়ে ভোটকর্মীরা ফেরার সময় সাব্রুম এসডিএম অফিস চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, তিপ্রা মথা দলের সমর্থকরা ইভিএম বহনকারী গাড়িগুলিকে নিজেদের গাড়ি দিয়ে নজরদারিতে রাখেন। ফলে এসডিএম অফিস চত্বরে শতাধিক সমর্থকের জমায়েত হয়।

সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ হঠাৎ করেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় এবং শুরু হয় ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি দ্রুত অশান্ত হয়ে উঠলে চারদিকে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে অফিসের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করে। এই ঘটনায় অন্তত ২-৩ জন সমর্থক আহত হন এবং তাদের সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তারা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক বলে জানা গেছে।

ইটের আঘাতে এক সরকারি কর্মচারী মাথায় চোট পান এবং তার চিকিৎসা চলছে। এছাড়াও, তিপ্রা মথা সমর্থক সঞ্জীব ত্রিপুরা গুরুতরভাবে আহত হয়ে সাব্রুম হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে শান্তির বাজার হাসপাতালে রেফার করা হয়।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মীও আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন এএসআই দেবব্রত শীল, যিনি মাথা ঘোরার সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়াও কনস্টেবল প্রণব চক্রবর্তী (৩৯) এবং টুটুন দেবনাথ (৩৭) আহত হন। বর্তমানে তারা সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে , ২২ কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর আসনের অন্তর্গত ৫৭ তুলামুড়া বিট অফিস এলাকায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন আচমকা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট বুথে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছিল। ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এবং নির্বিঘ্নে ভোটদান চলছিল বলে জানা গেছে।

তবে অভিযোগ, হঠাৎ করেই তিপ্রা মথা দলের কিছু সমর্থক ভোট দিতে আসা সাধারণ ভোটারদের উপর হামলা চালায়। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোটারদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। তিনি তুলামুড়া বিট অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে, অভিযোগ ওঠে যে তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে, জেলাশাসক এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়। তাঁদের নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে খোয়াই জেলার তুলাশিখর এলাকার নন্দকুমার পাড়ায় তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের হামলায় বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করে সংঘটিত এই হামলায় অন্তত তিনজন গুরুতর আহত হন। আহতদের প্রথমে তুলাশিখর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিজেপি নেতা সমীর দাস ঘটনাটি সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, আহতদের এক্স-রে সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে এবং তাদের আঘাত গুরুতর। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার বিষয়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অবগত করা হয়েছে এবং দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কমলপুর: ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

কমলপুর মহকুমার ৪৫ নং বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৯ নং হালাহালি—আশারাম বাড়ি এডিসি কেন্দ্রে মোট ৮টি ওয়ার্ডের বুথে গড়ে ৭৪.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। একইভাবে, সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ৭ নং ডেমছড়া—কচুছড়া এডিসি আসনের ৫টি ওয়ার্ডের বুথে ভোটদানের হার ৬৭.৭৮ শতাংশ বলে জানা গেছে।

পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া জুড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং ভোটারদের উপস্থিতিও সন্তোষজনক ছিল বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সুরমা বিধানসভার বিধায়ক স্বপ্না দাস (পাল) শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় সকল দলীয় কর্মী ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী ১৭ এপ্রিল ভোট গণনায় বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এডিসি দখল করবে।

গোলাঘাটি: আমতলী গোলাঘাটি কেন্দ্রের ৩৪ ও ৩৫ নম্বর বুথের গুলিরাইবাড়ি পাথালিয়াঘাট হাইস্কুলের ভোটকেন্দ্রে তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের হামলায় বিজেপির দুই পোলিং এজেন্ট আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আহত দুই পোলিং এজেন্ট হলেন উত্তম দেববর্মা এবং অশোক কুমার চিরাং। হামলার পর তাদের দ্রুত বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভোটকেন্দ্র চত্বরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎপরতা চালাচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কল্যাণপুর: ভোটের শেষ পর্যায় মানেই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াএমন প্রত্যাশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল কল্যাণপুরে। ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের দীনদয়াল পাড়া বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বিকেলের দিকে আচমকাই তৈরি হয় চরম উত্তেজনা, যা মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বিকাল প্রায় ৩:৪৫ মিনিট নাগাদ কয়েকটি গাড়িতে করে একদল বহিরাগত দুষ্কৃতীর প্রবেশআর তারপরই শুরু হয় অশান্তির নাটক। অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এলাকায় ঢুকে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালানো হয়। স্থানীয় তিপ্রা মথা কর্মীরা বাঁধা দিতে এগিয়ে আসতেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায়।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেই শেষ নয়অভিযোগ উঠেছে, পালাতে পালাতেই গাড়ি থেকে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় স্থানীয় যুবকদের লক্ষ্য করে! মুহূর্তে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। ভোট কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চলে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা''কে ঘিরে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কল্যাণপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ওসি আশীষ সরকারের নেতৃত্বে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় এবং আপাতত উত্তেজনা প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

এদিকে, তিপ্রা মথা দলের স্থানীয় নেতা গৌরব দেববর্মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেন বলে জানা গেছে। তবে পুরো ঘটনার বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। ওসি আশীষ সরকার জানিয়েছেন, "ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনও স্পষ্ট নয়, তদন্ত চলছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।"

এই ঘটনায় উত্তর মহারানী জুড়ে ছড়িয়েছে উদ্বেগ, ক্ষোভ আর নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন। ভোটের দিনে এমন দুঃসাহসিক ঘটনায় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশ কতটা সুরক্ষিততা নিয়েই এখন সরব সাধারণ মানুষ।

কুলাই: ১০ নং কুলাই---চাম্পাহাওর নির্বাচনী কেন্দ্রের ৪২নম্বর ভোটকেন্দ্রে বিজেপি ও তিপ্রা মথা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বহিরাগত কিছু লোক ওই ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদান করার চেষ্টা করছিল, যার জেরেই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে।

লালছড়ি: এডিসি নির্বাচনের দিন উত্তর লালছড়ি এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাধারণ এলাকার কিছু মানুষ এডিসি এলাকায় প্রবেশ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিপ্রা মথা প্রার্থী ডেভিড মুড়া সিং অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় বিধায়ক জিতেন মজুমদার প্রটোকল ভেঙে এডিসি এলাকায় প্রবেশ করেছেন এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি বহিরাগত ভোটারদের উপস্থিতি নিয়েও অভিযোগ তোলেন তিনি।

অন্যদিকে, ১০ নং চাম্পাহাওর কেন্দ্রের লালছুরি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে টিএসআর, বিএসএফ ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপি সমর্থক এবং তিপ্রা মথা সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের জেরে গোটা এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালায়।

এদিকে অভিযোগ, টাকারজলা—জম্পুইজলা আসনে বিজেপির পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে প্রার্থী নির্মল দেববর্মা রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও পুলিশ, টিএসআর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর ছিল, তবুও সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। বিকাল ৩টা পর্যন্ত পেকুয়ারজলায় ভোটের হার দাঁড়ায় ৮১ শতাংশ এবং টাকারজলায় ৭৮ শতাংশ। শেষ দুই ঘণ্টায় পেকুয়ারজলায় আরও ২ শতাংশ এবং টাকারজলায় প্রায় ৯ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পায়।

অশান্তির মাঝেই দুই আসনে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। টাকারজলার বিজেপি প্রার্থী নির্মল দেববর্মা সিআরপিএফ জওয়ানদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ভোট দেন এবং সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। অন্যদিকে, পেকুয়ারজলার বিজেপি প্রার্থী মাঝি দেববর্মা মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তিপ্রা মথার প্রার্থীরা দিনভর বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন। পেকুয়ারজলায় গীতা দেববর্মা এবং টাকারজলায় সুরজ দেববর্মা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সুরজ দেববর্মা দাবি করেন, তাঁর এলাকায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। এদিকে, সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস প্রার্থীদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল বলে জানা গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। ভোটের দিন গোটা মহকুমায় এক ধরনের চাপা উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক কয়েকদিনের সহিংসতার প্রভাব ভোটারদের উপর স্পষ্ট ছিল বলে মনে করছেন

সব মিলিয়ে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং নিরাপত্তা ঘিরে প্রশ্নের আবহের মধ্যেই সম্পন্ন হল এবারের টিটিএএডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব। কোথাও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবের মেজাজে ভোটদান, আবার কোথাও সহিংসতা ও উত্তেজনার চিত্রএই দুই বিপরীত ছবি একসঙ্গে ধরা পড়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রশাসনের তৎপরতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও, বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন সকলের নজর ইভিএমে বন্দী জনরায়ের দিকে, যার চূড়ান্ত প্রতিফলন সামনে আসবে গণনার দিনে।

শান্তিপূর্ণ ভোটদানের আহ্বান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: টিটিএএডিসি-র ২৮টি আসনে আজ সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গণতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে সকল ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকাল সকাল নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আপনারা যেকোনো রাজনৈতিক দলকে ভোট দিন, সেটি সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যক্তিগত অধিকার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোপ্রত্যেকে যেন নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। একটি ভোটই ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভোটকে কেন্দ্র করে যদি কোনো ভোটার হুমকি, ভয়ভীতি বা চাপের সম্মুখীন হন, তাহলে যেন তারা ভয় না পেয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, যাতে করে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়।

এছাড়াও, সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলেন, ভোটকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের বিবাদ বা সংঘর্ষে জড়াবেন না। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদেরই জনজাতি সমাজ। তিনি সকলকে ধৈর্য ও সচেতনতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটদান করার আহ্বান জানান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন।

করমছড়া কেন্দ্রে ভোট দিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: এডিসির করমছড়া উপজাতি কেন্দ্রের ৩ নং বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মন্ত্রী। এদিন তিনি ভোট প্রদান করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ভোটদান শেষে তিনি বলেন, "আজ এডিসি নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলাম। একজন সচেতন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ভোট দিতে পারাটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রতিটি ভোটই পারে একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।"

তিনি আরও বলেন, "'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্রকে পাথেয় করে একটি 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে আজ আমার এই মতদান। টিটিএএডিসি-র সার্বিক উন্নয়ন এবং একটি শক্তিশালী প্রশাসন গঠনের স্বপ্নে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি।"এছাড়াও তিনি সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, উন্নয়নের এই মহাযজ্ঞে সামিল হয়ে প্রত্যেকেই যেন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন।

ভোট শান্তিপূর্ণ, জয়ের

● প্রথম পাতার পর

সেই ভিত্তিতেই "ট্রিপল ইঞ্জিন" সরকারের ধারণা সামনে রেখে এডিসিতেও বিজেপি জয়লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

অন্যদিকে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু অভিযোগও জমা পড়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিজেপির একাধিক প্রার্থী তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় পুনর্নির্বাচনের (রিপোল) দাবি জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই দাবি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় এডিসি গঠিত হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান স্মরণীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও জানান, এত অবদান থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সেইভাবে রাজনৈতিক সুবিধা পায়নি। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনে কংগ্রেস মাত্র ২.২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, মোট ভোটসংখ্যা ছিল ১৬, ২৪২। তবে এবারের নির্বাচনে আগের তুলনায় কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলে তিনি আশাবাদী।

তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস এবার ২৮টি আসনেই জোরদার প্রচার চালিয়েছে এবং আদিবাসী এলাকায় ঘরে ঘরে পৌঁছে সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ও এডিসিতে বিজেপি ও তিপ্রা মথা দুর্নীতি ও অর্থ লুটপাটে জড়িত।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে কোনো নির্বাচনই স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারের নির্বাচনেও মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এবং তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচারে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিন বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে বিজেপি প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের উপর হামলার চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, কোথাও কোথাও পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদের বুথ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।

ইভিএম নিয়েও ফের প্রশ্ন তোলেন প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি জানান, বোধজংনগর-ওয়াকিনগর এলাকায় ইভিএম গোলযোগের কারণে ভোটারদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। সবশেষে তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, কংগ্রেস আদিবাসীদের অধিকার ও কল্যাণে তাদের লড়াই চালিয়ে যাবে এবং আদিবাসী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ভোটের হার বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, তিপ্রা মথা, বিজেপি, সিপিআই(এম) বা কংগ্রেসসব দলেই কিছু অসাধু ব্যক্তি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এদের কোনো জাত বা ধর্ম নেই এবং সুযোগ পেলেই তারা যে কোনো দলে ভিড়ে যেতে পারে। তাই এই ধরনের উপাদানকে কোনো রাজনৈতিক দলকেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অন্যদিকে, আর্থিক বরাদ্দের বিষয়েও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণের আহ্বান জানান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি উল্লেখ করেন, অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে চীনের সীমান্ত থাকায় কেন্দ্র সরকার সেখানে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করে। একইভাবে, ত্রিপুরার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাংলাদেশ সংলগ্ন হওয়ায় এই রাজ্যের জন্যও অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত বলে তিনি দাবি করেন। সবশেষে তিনি বলেন, এই দাবিকে জোরদার করতে সকলের একযোগে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

প্রয়াত আশা ভোঁসলে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছিলেন, অতিরিক্ত ক্লান্তি ও বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আশা ভোঁসলেকে এবং পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার আবেদনও জানান তিনি।

দীর্ঘ কয়েক দশকের কেরিয়ারে আশা ভোসলে প্রায় ১২,০০০-এরও বেশি গান গেয়েছেন বলে ২০০৬ সালে নিজেই জানিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের মারাঠি ছবি 'মাঝা বাল'-এ প্রথম প্লেব্যাক করেন তিনি। পরবর্তীতে 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে', 'দো লফজোঁ কি হ্যায় দিল কি কাহানি', 'ও হাসিনা জুলফোঁওয়ালি', 'ইয়ে লড়কা হ্যায় আল্লা'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন।

তিনি আর.ডি. বর্মন, ও.পি. নয়্যার, ইলাইয়ারাজা, বাপ্পি লাহিড়ী এবং এ.আর. রহমান-এর মতো প্রখ্যাত সুরকারদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০০ সালে তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। প্রসঙ্গত, তাঁর দিদি লতা মঙ্গেশকর-এর শেষকৃত্যও ২০২২ সালে শিবাজি পার্কেই সম্পন্ন হয়েছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল:- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল:- rainbowprintingworks@gmail.com

নারী সংরক্ষণ আইনে ওবিসি

● প্রথম পাতার পর

দলসহ একাধিক বিরোধী দল দীর্ঘদিন ধরেই ওবিসি কোটা অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সওয়াল করে আসছে। ফলে ইন্ডিয়া জোট এই ইস্যুতে একজোট হলে সংসদে সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

শুধু বিরোধী শিবির নয়, এনডিএ জোটের ভেতর থেকেও চাপ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং তেলুগু দেশম পার্টির মতো শরিক দলগুলি অতীতে ওবিসি সংরক্ষণের পক্ষে মত দিয়েছে। বিশেষ করে জেডিইউ আগেও নারী সংরক্ষণ আইনের মধ্যে ওবিসি উপ-কোটা চালুর পক্ষে সওয়াল করেছিল।

এদিকে সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারের হাতে না থাকায় এই ইস্যুতে বিরোধীদের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে আসন্ন অধিবেশনে এই প্রশ্নে তীব্র অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসায়, ওবিসি কোটা নিয়ে এই বিতর্ক এনডিএ-র জন্য রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে এবং নারী সংরক্ষণ ইস্যুকে উচ্চ ঝুঁকির নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করতে পারে।

অশান্তির জেরে জম্পুইজলা

● প্রথম পাতার পর

আইপিএফটি সহ নির্দল প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা তুলে ধরে এসডিএম অমিতাভ চাকমা স্ট্রং রুম স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। আজ সকালেও বৈঠকে আলোচনার পর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে জম্পুইজলা থেকে স্ট্রং রুম স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্রামগঞ্জ জেলা শাসক কার্যালয়ে স্ট্রং রুম স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী মোতায়েন রয়েছে। আজ ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ইভিএমগুলি ওই স্ট্রং রুমে রাখা হবে।

অঙ্গন

বিলোনিয়ায় আন্ত: স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত আন্ত: স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় দুটি ম্যাচ। আর ম্যাচ দুটিতে জয় পেলো বিলোনিয়া গভর্ণমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম ও বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। বিদ্যাপীঠ মাঠে আয়োজিত ওই দিনের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ মির্জাপুরকে ৬ রানে পরাজিত করে বিলোনিয়া গভর্ণমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সকালে দুই দলের এই ম্যাচে দক্ষিণ মির্জাপুর টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় জয়ী দল। ইনিংসে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ১২৬ রান। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সায়ন দেবনাথ তিনটি এবং দুটি করে উইকেট পেলো ত্রিদেব দাস ও শান্তনু চৌধুরী। জবাবে জয়ের জন্য ১২৭ রানের টার্গেট নিয়ে দক্ষিণ মির্জাপুর ব্যাট করতে নেমে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৫০ রানের সাহায্যে নির্ধারিত ওভারের আগে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১২০ রান। দলের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শিবম সাহা ব্যাট হাতে নিয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করলেও দলকে জয় এনে দিতে পারেনি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সন্দীপন চক্রবর্তী মাত্র ১৮ রান দিয়ে একাই তুলে নিয়ে পাঁচটি উইকেট। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও বি কে আই। দুই দলের এই ম্যাচে বিদ্যাপীঠ ৯২ রানে পরাজিত করে বিকেআই-কে। ম্যাচে বিকেআই টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় বিদ্যাপীঠকে। ইনিংসে বিদ্যাপীঠ ২০ ওভার খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৬১ রান সংগ্রহ করে। মূলতঃ ওপেনিং ব্যাটসম্যান দ্বীপরাজ দাসের অপরাজিত ৬৫ রান ও মিডল অর্ডারে তুহিন সাহার পঁচিশ রানের সাহায্যে এই রান তুলে বিদ্যাপীঠ। বিকেআই এর বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট পেলো প্রাণভা সিনহা, শুভম রায় ও সুজয় পাল। জবাবে বিকেআই জয়ের জন্য ১৬২ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। বিদ্যাপীঠের তিন বোলার সন্দীপ দেববর্মা, রুদ্র সরকার ও দীপরাজ দাসের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে বিকেআই এর কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই ক্রিজে বেশি সময় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ইনিংসে জয়ী দলের সন্দীপ মাত্র সাত রান দিয়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরার খেতাবও পেয়েছে।

AFFIDAVIT

আমি **Smt. SANDHYA RANI DEBNATH** স্বামী-প্রয়াত সঞ্জিত কৃষ্ণ দেবনাথ, বাসিন্দা- টাউন ইন্দ্রনগর, ধলেশ্বর রোড নং ৩, ডাকঘর- ধলেশ্বর, থানা- পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৭, বয়স প্রায় ৫৬ বছর, ধর্মে হিন্দু, পেশায় গৃহিণী, ভারতবর্ষের একজন নাগরিক এই মর্মে সশপথে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করছি যে:- আমার কিছু প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে আমার নাম "**SANDHYA RANI DEBNATH**" হিসেবে লেখা ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার কিছু অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে, বিশেষ করে আমার পুত্র দীপঙ্কর দেবনাথের মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড ও বিদ্যালয়ের শংসাপত্রে, আমার নাম "**SANDHYA DEBNATH**" হিসেবে লেখা ও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে "**SANDHYA RANI DEBNATH**" এবং "**SANDHYA DEBNATH**", স্বামী-প্রয়াত সঞ্জিত কৃষ্ণ দেবনাথ উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন। এই মর্মে এফিডেভিড নম্বর IN-TR41036195868008Y ৮ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরায় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে এই হলফনামায় স্বাক্ষর করলাম।

কাজল স্মৃতি ফুটবলের খেতাবি লড়াইয়ে আজ স্পোর্টস স্কুল - এস ডি এম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (সোমবার)। খেতাবি দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং জম্পুইজলার এস ডি এম স্কুল কোচিং সেন্টার। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল (সোমবার) বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে খেতাব দখলের লড়াই। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত কাজল স্মৃতি অনূর্ধ ১৪ ফুটবলের। আগামীকাল ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে রাজেশ রায় চৌধুরীর ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল দল। শক্তিতে দু-দল প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন হলেও গতিতে কিছুটা এগিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। এখানেই বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাওয়ার কথা স্পোর্টস স্কুলের। তবে বিনা লড়াইয়ে ১ ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ এস ডি এম দলের ক্ষুদে ফুটবলাররা। ফলে লড়াই হবে জমজমাট তা বলাবাহুল্য। ফাইনাল ম্যাচে মাঠে উপস্থিত থাকার কথা ক্রীড়া অধিকর্তা এল ডার্লং, মেয়র ইন কাউন্সিল তুষার ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্তারা। আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজ মানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ১৫ এবং ১০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকবে আরও বেশ কিছু পুরস্কার। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১২-০ গোলের ব্যবধানে আগরতলা, ডন বসকো স্কুলকে এবং সেমিফাইনাল ম্যাচে টাই ব্রেকারে পেনাল্টি শুটে ৬-৫ গোলে সাই এসটিসি-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। একইভাবে এসডিএম স্কুল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ২-০ গোলে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে এবং সেমিফাইনাল ম্যাচে ১-০ গোলে কাতলামারা হাই স্কুল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিলোনিয়ায় সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে আরসিসি চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়ায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আরসিসি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সোনাপুর কোচিং সেন্টার পেয়েছে রানার্স আপ খেতাব। শনিবার নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের ফাইনালে সোনাপুর সিসিকে ৫৭রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল আরসিসি। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান সংগ্রহ করে। ব্যাট হাতে রিয়া মিত্র ৬৩ রান করেন, ৫৮ বলে। তার এই অর্ধশত রানের ইনিংসে নয়টি বাউন্ডারি ছিল। এছাড়া, পারমিতা মজুমদার ১৮ রান সংগ্রহ করে। আরসিসি অবশ্য শুরুটা মোটেও ভালো করেনি। পম্পা দাস ৭ সুমি চক্রবর্তী ৪, অধিনায়ক বনশ্রী সরকার এবং রেশ্মি ত্রিপুরা ৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে আরসিসি। সোনাপুরের হয়ে সাথী সাহা ও লক্ষ্মী পাল ২টি করে উইকেট তুলে নেন। দলনায়িকা জ্যোৎস্না ভৌমিক পেয়েছেন একটি উইকেট। জবাবে জয়ের জন্য ১৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভার থেকেই চাপে পড়ে যায় সোনাপুর সিসি। আরসিসি-র নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কোনও ব্যাটার্সই তেমন দাঁড়াতে পারেননি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৪ রান আসে দীপা বিশ্বাসের ব্যাট থেকে। প্রীতি দেবনাথ ১১ রানে অপরাজিত থাকেন। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেনি। সোনাপুরের ব্যাটিং লাইনআপকে একাই ভেঙে দেন আরসিসি-র বোলার সুমি চক্রবর্তী। চার ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে ৪টি উইকেট তুলে নেন তিনি। তার বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে সোনাপুর। রেশ্মি মজুমদার ও রিয়া মিত্র ১টি করে উইকেট পান। ফলে ২০ ওভার শেষে ১ উইকেটে ৮১ রানেই থেমে যায় সোনাপুরের ইনিংস। ৫৭ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে আরসিসি চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিতে নেয়।

মেট্রিক্স একাডেমির র‍্যাপিড দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন রুতভিক, রুদ্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল রুতভিক ঘোষ এবং রুদ্র মজুমদার। প্রথম বর্ষ প্রবোধ রঞ্জন দত্ত এবং অপর্না দত্ত স্মৃতি উন্মুক্ত র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় আসর। কৃষ্ণনগর ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমিতে। দুই বিভাগে হয় প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নিয়েছিল ৩৭ জন দাবাড়ু। জুনিয়র বিভাগে চার রাউন্ডে পুরো চার পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির রুতভিক ঘোষ। আসরের শেষ রাউন্ডে সদ্য অনূর্ধ ৭ রাজ্য দাবায় সেরার সম্মান পাওয়া শ্রেয়াংশু মালাকারকে পরাজিত করে শিরোপা দখল করে রুতভিক ঘোষ। ৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে শ্রেয়াংশু মালাকার, শ্রেয়াংশু দেব, উদয়পুরের ধূরজুটি কিশোর দেবনাথ এবং রিহান চক্রবর্তী। সিনিয়র বিভাগে চার রাউন্ডে সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিল রুদ্র মজুমদার এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য। শেষে ভোকলসে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রুদ্র। সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে দেবরাজ। ৩ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ হয়েছে যথাক্রমে সংগীত দাস এবং সৌনক চক্রবর্তী। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে কর্ণজিৎ শীল। খেলা শেষে এক আরম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আসরের চিফ আরবিটার পান্না আহমেদ, আরবিটার প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, অভিভাক শুভময় বিষুও এবং নবারুণ বিশ্বাস। উদীয়মান দাবাড়ুর পুরস্কার পেয়েছে স্নেহাংশ বিশ্বাস। এখন থেকে প্রতিমাসেই এই আসর করা হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির কোচ কিরীটি দত্ত।

বিরাট দুর্নীতি আইপিএলে! দ্রুত অ্যাকশন দরকার, বিস্ফোরক ললিত মোদি

আইপিএলে বিরাট নিয়মভঙ্গ হয়েছে! যা দুর্নীতির শামিল। দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে বিসিসিআইকে। এবার জোরাল দাবি জানালেন ক্রোড় পতি লিগের পথিকৃৎ ললিত মোদি। কী দুর্নীতি? আরসিবি'র বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন রাজস্থানের এক স্টাফকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। তাতে আবার উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গিয়েছে বৈভব সূর্যবংশীকে। সেটাকেই ঘোর দুর্নীতি বলছেন ললিত মোদি।

গত শুক্রবার আরসিবি বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ চলাকালীন একটি দৃশ্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দেখা যায়, রাজস্থান দলের ম্যানেজার রোমি ভিন্ডেরকে দেখা যায় স্টাফ ডাগআউটে বসে মোবাইলে কিছু দেখছেন। তাঁর ঠিক পাশেই ছিলেন ১৫ বছরের বৈভব। তার দৃষ্টিও তখন মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে। এই ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন মোবাইল ব্যবহারের বিষয়টি কতটা নিয়মসিদ্ধ, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীন মোবাইল ফোন ব্যবহারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোনও ক্রিকেটার বা সাপোর্ট স্টাফেরা ডাগআউট বা ড্রেসিংরুমে মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন না। কেবলমাত্র দলের ম্যানেজার এবং মিডিয়া ম্যানেজার মোবাইল সঙ্গে রাখতে পারেন। তবে সেটা ডাগ আউটে বা প্লেয়িং এরিয়ায় ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ম্যাচ ফিক্সিং ঠেকাতেই এই নিয়ম। রাজস্থান দলের ম্যানেজার রোমি ভিন্ডের ডাগ আউটে মোবাইল ব্যবহার করাতেই ওই বিতর্ক। শোনা যাচ্ছে, আইপিএল কর্তৃপক্ষের তরফেও এ নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া হচ্ছে। রাজস্থানের ম্যানেজার শাস্তি পেতে পারেন।

ওই ভিডিও শেয়ার করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আইপিএলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদিও। তিনি বলছেন, "আমি জানি না এরকম কিছু হয়েছে কিনা। হলে সেটা পুরোপুরি ভুল-ভুল। এটা হয়ে থাকলে দ্রুত আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলকে ব্যবস্থা নিতে হবে।" তাঁর প্রশ্ন, "এত কিছু হয়ে গেল তাহলে আইপিএলের দুর্নীতি দমন শাখা করছিলটা কী?"

তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নষ্ট, রবিবার পঞ্জাবকে হারিয়ে জয়ের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া মোহনবাগান

আইএসএলের শুরুটা ভাল হওয়ার পরেও হঠাৎই ছন্দ হারিয়েছে মোহনবাগান। গত তিন ম্যাচে নষ্ট হয়েছে সাত পয়েন্ট। শনিবার তারা ইস্টবেঙ্গলের থেকেও নীচে নেমে গিয়েছে। আর পয়েন্ট নষ্ট করতে চায় না মোহনবাগান। তারা জয়ের সরণিতে ফিরতে চাইছে পঞ্জাব এফসি ম্যাচ দিয়েই। রবিবার ঘরের মাঠে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান।

কোচ সের্জিয়ো লোবেরা মানতে চাননি যে তিনটি ম্যাচেই তাঁরা খারাপ খেলেছেন। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে লোবেরা বলেছেন, "দল জিতলে ঠিক আছে। কিন্তু হারলেই অনেক কথা শুরু হবে। আমাদের ভুল খোঁজা শুরু হবে। গত তিনটে ম্যাচের মধ্যে মুম্বই ম্যাচটাই শুধু জেতার মতো খেলতে পারিনি। বেঙ্গালুরু ও জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দুটো অ্যাওয়ে ম্যাচে আমাদের অন্তত তিনটে পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিলই।"

লোবেরার সংযোজন, "দুটো ম্যাচেই আমরা দাপট দেখিয়েছি। বেঙ্গালুরু ম্যাচের শেষ দিকে দিমিত্রি (পেত্রাতোস) নিশ্চিত গোলের সুযোগ হাতছাড়া না করলে তিন পয়েন্টই পেতাম। জামশেদপুরের বিরুদ্ধেও এক গোলে এগিয়ে থাকার পর অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। কাজে লাগাতে পারিনি। উল্টে শেষ মুহূর্তে ভুল করে এবং মনোযোগের অভাবে গোল হজম করেছি। পঞ্জাব ম্যাচে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং অনুশীলনও করেছি।"

পঞ্জাব ম্যাচে চোটের জন্য খেলতে পাবেন না আপুইয়া। বাকি সব ফুটবলারই হাতে আছে মোহনবাগানের। দলকে জেতাতে কী কৌশল নেবেন তা লোবেরা ভাঙতে চাননি। তবে এটুকু বুঝিয়েছেন, খেলার ধরনে বিশেষ বদল আনবেন না। আপুইয়া না থাকায় সাহাল সামাদ বা ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে পারেন। আবার রক্ষণে একজন বিদেশির সঙ্গে ভারতীয় ডিফেন্ডার রেখে আক্রমণে তিন বিদেশিকে শুরু থেকে রাখতে পারেন।হারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত চেন্নাই সুপার কিংস। তরুণ থেকে অভিজ্ঞ — সবাই ডাহা ফেল। এই পরিস্থিতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির অভাব হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছে সিএসকে। শুধু ব্যাটার বা উইকেটকিপার নন। নেতা ধোনির অভাব হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছে সিএসকে। তবে জোড়া সুখবর রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের জন্য। ধোনির সঙ্গে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল।

প্রস্তুতি শিবিরে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন ধোনি। সেই কারণে প্রথম তিন ম্যাচে খেলতে পারেননি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল আইপিএলের প্রথম দু'সপ্তাহ খেলতে পারবেন না এমএসডি। পরে সেই প্রতীক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হয়। ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও মাঠে নামতে পারবেন না। কিন্তু রেভস্পোর্টসের খবর অনুযায়ী তার পরের ম্যাচেই দেখা যাবে ধোনিকে। ১৫ এপ্রিল চেন্নাইয়ের স্টেডিয়ামে নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি থালা।

সেই সঙ্গে আরও একটি সুখবর থাকছে চেন্নাই ভক্তদের জন্য। দিল্লি ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন দলের নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসও। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে তিনটি বিদেশির বেশি খেলায়নি সিএসকে। নূর আহমেদ, ম্যাট হেনরি বা জেমি ওভারটন- তিনজনই বোলার। টপ অর্ডার বা মিডল অর্ডারে কোনও বিদেশি নেই। সেখানে ব্রেভিস ও ধোনি দলে ঢুকে গেলে শুধু ব্যাটিং শক্তিশালী হবে না, দলের মধ্যে লড়াকু মানসিকতাও আসবে। প্রোটিয়া তারকা ফিরলে অনেকটাই অক্সিজেন পাবে সিএসকে।

অন্যদিকে ধোনির অনুপস্থিতি যে দলকে ভোগাচ্ছে, তা স্পষ্ট পারফরম্যান্সেই। আইপিএল ২০২৬-এ এখনও জয়ের মুখ দেখেনি সিএসকে। প্রথম ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে বড় হার, তারপর পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরাজয়। সব শেষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ৪৩ রানে হারের পর পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছে সিএসকে। তাদের নেট রান রেটও উদ্বেগজনক (-২.৫১৭)।

লোবেরা জবাবে বলেছেন, "প্রতিপক্ষ অনুযায়ী দল নামাই। পঞ্জাবের খেলা দেখেছি। সঠিক সময়ে নিজেদের কৌশল ঠিক করব। এখনও ঠিক করিনি কাদের নামাব। আপুইয়া যে ভূমিকা নেয় সেই ভূমিকায় সাহাল খেলতে পারবে না। তবে দলের খেলার ধরন বা কৌশলে বিরাট বদল আনতে চাই না।" শোনা গিয়েছে, আপুইয়ার জায়গায় দীপক টাংরির শুরু থেকে খেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনিরুদ্ধ থাপা উপরের দিকে খেলবেন।

মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ পঞ্জাব ছ'ম্যাচে তিনটি জিতেছে। ১১ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএলের টেবিলে সাত নম্বরে রয়েছে। কেরল ব্লাস্টার্স ও মহমেডানকে হারিয়েছে তারা। তারা চাইছে দলের অবস্থান আরও ভাল করতে। কোচ প্যানাজিয়োটিস ডিমপেরিস বলেছেন, "মোহনবাগান নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। সব বিভাগে দক্ষ ফুটবলার আছে। ওদের হালকা ভাবে নিতে চাই না।"

চলন্ত গাড়িতে ধূমপান, সিগারেট ছুড়ে ফেললেন রাস্তায়, আইপিএলের মাঝে বিতর্কে চহাল!

আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে ভাল ফর্মে রয়েছেন যুজবেন্দ্র চহাল। উইকেট নিচ্ছেন। ভাল বল করছেন। কিন্তু তার মাঝেই অন্য একটি ঘটনায় বিতর্কে তিনি। একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে একটি দামি গাড়িতে বসে ধূমপান করতে দেখা গিয়েছে চহালকে। সিগারেট রাস্তায় ছুড়ে ফেলতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম।

সমাজমাধ্যমে যে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি দামি গাড়িতে চহালের মতো দেখতে এক জন রয়েছেন। তাঁর হাতে রয়েছে একটি সিগারেট। গাড়িতে বসেই ধূমপান করছেন তিনি। তার পর একটা সময় সিগারেট রাস্তায় ছুড়ে ফেলেন তিনি।

এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সকলে চহালের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, খ্যাতনামী ব্যক্তি হিসাবে চহালের আরও দায়িত্ববান হওয়া উচিত ছিল। এ ভাবে প্রকাশ্যে ধূমপান করে ঠিক করেননি তিনি।

এ বারের আইপিএলের আগে এবি ডিভিলিয়ার্সের ইউটিউব চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে চহাল জানিয়েছিলেন, তিনি মদপান ও ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলে অনেকের দাবি, অসত্য বলেছেন চহাল। সেটা ভিডিয়ো থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

কেউ কেউ আরও জোরাল সমালোচনা করেছেন চহালের। এক জন লেখেন, "এই জন্যই ভারতীয় দলে আর চহাল সুযোগ পান না।" আর এক জনের কথায়, "নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছেন চহাল। ওঁর প্রতিভা ছিল। কিন্তু এই সব কাজ করে নিজেকেই শেষ করছেন তিনি।" এক জন লেখেন, "একটা পচা মাছ গোটা পুকুর নষ্ট করে দেয়। ভারতীয় বোর্ডের উচিত, চহালের দিকে নজর রাখা। ওঁকে যেন আর জাতীয় দলে না ফেরানো হয়। তা না হলে দলের সংস্কৃতি খারাপ হয়ে যাবে।"

যদিও ওই বিষয়ে চহাল বা পঞ্জাব কিংস এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি।

সমীরন চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ লিগে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনিবার্য কারণে টুর্নামেন্টে বিরতি ছিল আজ। কোনও ম্যাচ ছিল না। তবে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ছয়টি ভাইটাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিন মাঠে দুই বেলায় ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় চলমান সংঘ খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ওল্ড প্লে সেন্টার খেলবে সংহতি ক্লাব-এর বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় কসমোপলিটন ক্লাব ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও পোলস্টার ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে হার্ভে ক্লাব এবং মৌচাক ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপে এ-তে এখন পর্যন্ত শতদল সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছে। ওল্ড প্লে সেন্টার, পোলস্টার ক্লাব ও সংহতি ক্লাব একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। গ্রুপ বি থেকে কসমোপলিটন ক্লাব, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছে। চলমান সংঘ ও হার্ভে ক্লাব জয় পেয়েছে একটি করে ম্যাচে। উল্লেখ্য, ১৪ টি ক্লাব দলের মধ্যে সাতটি করে দল নিয়ে গঠিত দুটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপের সেরা চারটি করে দল নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। ২৬ এপ্রিল সেমিফাইনালের পর ২৮ এপ্রিল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

১০৫ গোল! বুন্দেশলিগায় ৫২ বছরের রেকর্ড ভাঙল বায়ার্ন, ইয়ামালের নজির গড়ার ম্যাচে জয় বার্সার, আরও চাপে রিয়াল

বুন্দেশলিগায় গোলের নজির বায়ার্ন মিউনিখের। লা লিগায় জয় পেল বার্সেলোনা। দলকে খেতাবের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন লামিনে ইয়ামাল। লা লিগায় নতুন রেকর্ডও গড়লেন তরুণ ফুটবলার। জিরোনার কাছে আটকে গেল কিলিয়ান এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদ।৫২ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিল বায়ার্ন। শনিবার সেন্ট পাউলিকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এ বারের লিগে ১০৫ গোল হয়ে গেল বায়ার্নের। ভেঙে দিল ১০৭১-৭২ মরসুমে নিজেদেরই ১০১ গোলের রেকর্ড। রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নিলেন বেয়ার্নের ফুটবলারেরা। একই সঙ্গে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে গিয়ে লিগ জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেল বেয়ার্ন।শনিবারের ম্যাচে প্রথম গোল করেন জামাল মুসিয়ালা। প্রথমার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন বায়ার্নের ফুটবলারেরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আর সেই ভুল করেননি তাঁরা। ৫৩ মিনিটে দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল লিও গোরেৎজকার। এই গোলেই তৈরি হয় নতুন রেকর্ড। ১ মিনিট পরেই ৩-০ ব্যবধানে দলকে এগিয়ে দেন মাইকেল ওলিস। এই গোলের পর লড়াই থেকে

একরকম হারিয়ে যায় পাউলি। তাতে অবশ্য আক্রমণের ধার কমাননি বায়ার্নের ফুটবলারেরা। ৬৫ মিনিটে দলের হয়ে চতুর্থ গোল নিকোলাস জ্যাকসনের। ৮৯ মিনিটে পঞ্চম গোল করেন রাফায়েল গুয়েরেইরো। এ দিনের জয়ের ফলে ২৯ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট হল বায়ার্নের। সমান ম্যাচ খেলে ৬৪ পয়েন্ট ডর্টমুন্ডের।অন্য দিকে লা লিগায় জয়ের আরও কাছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে ৪-১ ব্যবধানে তারা হারাল এস্প্যানিয়লকে। জোড়া গোল করেন ফেরান তোরেস। ম্যাচের ৯ এবং ২৫ মিনিটে দু'টি গোল করেন তিনি। এই দুই গোলের ক্ষেত্রেই অবদান রয়েছে ইয়ামালের। বার্সার বাকি দু'টি গোল দ্বিতীয়ার্ধে। ৮৭ মিনিটে নিজে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ১৮ বছরের ফুটবলার। ৮৯ মিনিটে বার্সার চতুর্থ গোল মার্কাস রাশফোর্ড।শনিবার লা লিগায় একটি নজিরও গড়েছেন ইয়ামাল। সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে লা লিগায় ১০০টি ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। শনিবার ইয়ামালের বয়স ছিল ১৮ বছর ২৭২ দিন। এর আগের রেকর্ডটি ছিল রাউল গঞ্জালেসের দখলে। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন তারকা লা লিগায় শততম ম্যাচ খেলেছিলেন ১৯ বছর ২৮৪ দিন বয়সে।রাউলের রেকর্ড ভাঙার দিনেই খেতাবের দৌড়ে আরও পিছিয়ে পড়ল রিয়াল। জিরোনার সঙ্গে ১-১ ড্র করলেন এমবাপেরা। ৫১ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভার্দের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৬২ মিনিটে সমতা ফেরান জিরোনার থমাস লেমার। এ দিনের ড্রয়ের পর ৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট হল রিয়ালের। সমসংখ্যক ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭৯।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 12-04-2026, 23:23

শিলিগুড়ির জনসভায়

অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেওয়ায় বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে ঃ মোদি

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (আইএএনএস)।। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণ রাজনীতির অভিযোগ তুলে রবিবার শিলিগুড়ির জনসভা থেকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্দেই সেই নীতির প্রতিফলন স্পষ্ট।
শিলিগুড়িতে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ উত্তরবঙ্গ, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার, সেখানে বরাদ্দ কার্যত শূন্য। এতে প্রমাণ হয়, তাদের পুরো মনোযোগ একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে খুশি করাতেই।"
এদিন তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-কে 'উত্তরবঙ্গ বিরোধী', 'আদিবাসী বিরোধী', 'চা-বাগান বিরোধী', 'মহিলা ও যুব বিরোধী' বলেও কটাক্ষ করেন। একইসঙ্গে গত বছরের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে বন্যা ও ধসের সময় মুখ্যমন্ত্রীর দুর্গাপুজো কার্নিভালে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।
মোদি আরও অভিযোগ করেন, দেশে তথাকথিত 'টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং'-এর প্রতি তৃণমূল নেতৃত্বের সমর্থন রয়েছে এবং এই গোষ্ঠী শিলিগুড়ি করিডর বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছে। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারই এই গুরুত্বপূর্ণ করিডর রক্ষা করতে পারে।
এছাড়াও, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বাধা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। "অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং স্থানীয় মানুষ কাজ হারাচ্ছেন," বলেন প্রধানমন্ত্রী। জনসভা থেকে তিনি রাজ্যের মানুষকে পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "৩৪ বছর বামফ্রন্টকে সুযোগ দিয়েছেন, তারপর তৃণমূলকে তিনবার। এবার আমাদের একবার সুযোগ দিন। আইনশৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান, মহিলাদের সুরক্ষা ও দরিদ্রদের চিকিৎসা নিশ্চিত করব।"

ইভিএম গোলযোগে আধাঘণ্টা দেরি, কালীনগর ২৭ নম্বর কেন্দ্রে সঠিক সময়ে ভোটগ্রহণে বিঘ্ন

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: এডিসি ১৪ বোধজংনগর—ওয়াকিনগর কেন্দ্রের কালীনগর পোলিং স্টেশনের ২৬ ও ২৭ নম্বর ভোটকেন্দ্রে সকাল থেকেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সকাল ছয়টা থেকেই ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন ভোটদান করার জন্য।
২৬ নম্বর কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও ২৭ নম্বর কেন্দ্রে ইভিএমে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে প্রায় আধাঘণ্টা দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ফলে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন তৈরি হতে দেখা যায়।
এ বিষয়ে ভোটাররা জানান, নির্ধারিত সময়ের আগেই তারা কেন্দ্রে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু সময়মতো ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়তে হয়।
অন্যদিকে, প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা এবিষয়ে জানান, ইভিএমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই এই বিলম্ব ঘটে। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে মেশিন পরিবর্তন করা হয় এবং প্রায় আধাঘণ্টা পর ওই কেন্দ্রেও স্বাভাবিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

কমলপুর মহকুমায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন এডিসি ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।
কমলপুর মহকুমার ৪৫ নং বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৯ নং হালাহালি—আশারাম বাড়ি এডিসি কেন্দ্রে মোট ৮টি ওয়ার্ডের বুথে গড়ে ৭৪.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। একইভাবে, সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ৭ নং ডেমছড়া---কচুছড়া এডিসি আসনের ৫টি ওয়ার্ডের বুথে ভোটদানের হার ৬৭.৭৮ শতাংশ বলে জানা গেছে।
পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া জুড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং ভোটারদের উপস্থিতিও সন্তোষজনক ছিল বলে প্রশাসন জানিয়েছে।
ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সুরমা বিধানসভার বিধায়ক স্বপ্না দাস (পাল) শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় সকল দলীয় কর্মী ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী ১৭ এপ্রিল ভোট গণনায় বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এডিসি দখল করবে।

রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ত্রিপুরা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

খোয়াইয়ে ভোট হিংসা, আহত ৪, হাসপাতালে ছুটে গেলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: টিটিএএডিসি নির্বাচনের দিন ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল খোয়াই জেলা। ভোটগ্রহণ চলাকালীন সংঘর্ষে আহত হলেন অন্তত চারজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় ১১ নম্বর মহারানী—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত তুইচিনগ্রাম এলাকার নন্দকুমার পাড়া স্কুলের পোলিং স্টেশনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকাল থেকে ভোটগ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। অভিযোগ, ওই সময় বিজেপি কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতেই তাঁদের উপর হামলা চালায় তিপ্রা মথার একাংশ দুষ্কৃতী। আচমকাই শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মারধর। ঘটনায় গুরুতর জখম হন অন্তত চারজন বিজেপি কর্মী।আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই হাসপাতালে পৌঁছে যান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া এবং জেলার একাধিক নেতৃত্ব। আহতদের শয্যার পাশে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। পাশাপাশি দ্রুত সুস্থতার আশ্বাস দেন তিনি।হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অভিযোগ করেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা পরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে আসছে। শুধু এই ঘটনাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নেতাদের গাড়ি ভাঙচুর, বাড়িঘরে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।"
যদিও এই অভিযোগ প্রসঙ্গে তিপ্রা মথার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে ঘটনার সত্যতা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।এদিকে, ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অতিরিক্ত বাহিনী দিয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে।ভোটের দিন এমন হিংসার ঘটনা ফের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে নির্বাচনী নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতিকে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

কুলাই—চাম্পাহাওর কেন্দ্রে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে সংঘর্ষ, উত্তেজনা চরমে

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ১০ নং কুলাই—চাম্পাহাওর নির্বাচনী কেন্দ্রের ৪২নম্বর ভোটকেন্দ্রে বিজেপি ও তিপ্রা মথা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বহিরাগত কিছু লোক ওই ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদান করার চেষ্টা করছিল, যার জেরেই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুরু এডিসি ভোট, মহারানী - তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে ভোট দিলেন আইপিএফটি প্রার্থী ধনঞ্জয় রিয়াং

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: রবিবার সকাল ৭টা থেকে সারা রাজ্যের পাশাপাশি ১১ মহারানী --- তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রেও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভোটদান করছেন ভোটাররা।
বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণ মানুষ উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর সামনে আসেনি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।
আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে।
এদিকে, ১১ মহারানী --- তেলিয়ামুড়া আসনের ২৮ নম্বর ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন আইপিএফটি প্রার্থী ধনঞ্জয় রিয়াং। ভোটদান শেষে তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিলোনিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন এডিসি ভোট, কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ এপ্রিল: দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তবে দু-একটি বিচ্ছিন্ন অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
জেলার ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর নির্বাচনি ক্ষেত্রের অধিকাংশ বুথে সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। বিশেষ করে ২৭ নম্বর কেন্দ্রের মুহুরীপুর-ভুড়াতলি এলাকার সোনাইছড়ি বিদ্যাসাগর স্কুল, ঈশ্বর চন্দ্র রোয়াজা পাড়া হাই স্কুল, রতনপুর এডিসি ভিলেজের মনিরাম বাড়ি এবং রামরাইবাড়ি স্কুলে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮ থেকে ৮০ বছর বয়সী ভোটারদের পাশাপাশি এক ১১০ বছর বয়সী বৃদ্ধও নাতি-নাতনিদের সহায়তায় নিজে হেঁটে এসে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে।
এছাড়াও ২৮ নম্বর শিলাছড়ি-মনু বনকুল কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে একই চিত্র দেখা যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ভোটদান করেন।
তবে ২৬ নম্বর কেন্দ্রে কয়েকটি বুথে শাসকদল বিজেপির প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং এবং তাঁর সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি দলের সমর্থকদের বাধার মুখে পড়ে তারা শারীরিকভাবে আহত হন। আহতদের প্রথমে জোলাইবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয় এবং পরে তারা বাইখোরা থানায় অভিযোগ দায়েরের উদ্যোগ নেন।
বীরচন্দ্র কলসী কেন্দ্রের প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং এই ঘটনায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁর ইঙ্গিতেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকেও কিছু বুথে তাদের কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।
তিপ্রা মথা প্রার্থী দেবজিত ত্রিপুরা জানান, সামগ্রিকভাবে ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে এবং বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। একইভাবে বিজেপি নেতা দীপক দত্তও দাবি করেন, নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল।
মোট ৫০টি ভোটকেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই নির্বাচনি এলাকায় প্রায় সব বুথেই বিজেপি, তিপ্রা মথা এবং সিপিআই(এম)-এর এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন।
সকাল থেকে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কিছুটা কমে যায়। শেষ পর্যন্ত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এখন সমস্ত ভোটই ইভিএমে সুরক্ষিত রয়েছে। আগামী গণনার দিনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে অপেক্ষা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

তেলিয়ামুড়ায় বিশাল মাদকবিরোধী অভিযান, ১৬ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধারএক ব্যক্তি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া এলাকায় আসাম রাইফেলস ও ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ১১ এপ্রিল একটি যৌথ অভিযান চালায় আসাম রাইফেলস ও ডিআরআই। তেলিয়ামুড়া এলাকার সাধারণ অঞ্চলে একটি মাহিন্দ্রা পিক-আপ গাড়ি (নম্বর: টিআর ০১ - এ ওয়াই - ১৬৭৪) আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ওই গাড়ি থেকে প্রায় ২ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা।
গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম রাজু দেব (৪৪), তিনি পশ্চিম ত্রিপুরার জলিলপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অভিযানে আটক ব্যক্তি, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং গাড়িটি পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
এই সফল অভিযান মাদক পাচার রোধে আসাম রাইফেলস ও ডিআরআই-এর সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে।

মান্দাইয়ে ভোট দিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: মান্দাইয়ে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। রবিবার সকালেই তিনি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করেন। ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রাজ্যের জনগণ এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা নিজেদের যোগ্য জনপ্রতিনিধিকেই বেছে নেবেন বলে তার বিশ্বাস। পাশাপাশি, আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, জনগণের সমর্থন তাদের পক্ষেই থাকবে।

ভোটের আগের রাতে 'টাকা কাণ্ড' অভিযোগে চাঞ্চল্য, অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ২২ কাঠালিয়া—মির্জা—রাজাপুর নির্বাচনী কেন্দ্রকে ঘিরে ভোটের আগের রাতে উত্তেজনা ছড়ায় 'টাকা বিলি'র অভিযোগে। তিপ্রা মথা প্রার্থী ডেবিট মুড়া সিং সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করেন, বিজেপি প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরা ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করতে গিয়ে মথা কর্মীদের হাতে আটক হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, প্রার্থী নাকি সাধারণ মানুষের সামনেই ভোটারদের প্রভাবিত করতে অর্থ বিতরণ করছিলেন এবং সেই সময়ই তাকে হাতেনাতে ধরা হয়। স্থানীয়দের একাংশের মতে, এ ধরনের ঘটনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।
যদিও এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে এই ধরনের বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

উত্তর লালছড়িতে উত্তেজনা, ভোটকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের দিন উত্তর লালছড়ি এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাধারণ এলাকার কিছু মানুষ এডিসি এলাকায় প্রবেশ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিপ্রা মথা প্রার্থী ডেভিড মুড়া সিং অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় বিধায়ক জিতেন মজুমদার প্রটোকল ভেঙে এডিসি এলাকায় প্রবেশ করেছেন এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি বহিরাগত ভোটারদের উপস্থিতি নিয়েও অভিযোগ তোলেন তিনি।
অন্যদিকে, ১০ নং চাম্পাহাওর কেন্দ্রের লালছুরি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে টিএসআর, বিএসএফ ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপি সমর্থক এবং তিপ্রা মথা সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের জেরে গোটা এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালায়।

কৈলাসহরে নির্ধারিত সময় পেরিয়েও ভোটগ্রহণ, মুরইবাড়ি স্কুলে বাড়তি নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ এপ্রিল: উনকোটি জেলার প্রায় সব ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শেষ হলেও কৈলাসহরের মুরইবাড়ি উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিকেল চারটায় ভোটগ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও সেখানে ভোটদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।জানা গেছে, চার নম্বর করমছড়া এডিসি আসনের অন্তর্গত ২০ নম্বর পোলিং স্টেশন হিসেবে নির্ধারিত এই কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার সংখ্যা ১,২৯০ জন। ভোটারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকলের ভোটদান সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিকেল চারটার মধ্যে যারা ভোটকেন্দ্রের সীমানার ভিতরে উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রত্যেককে স্লিপ প্রদান করা হয়। সেক্টর অফিসার প্রণব কান্তি নাথ জানান, মোট প্রায় ১৭০ জন ভোটারকে এই স্লিপ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা পরবর্তী সময়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ফলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পেরিয়েও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু থাকে এবং এই কেন্দ্রটিতে ভোট শেষ হতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মুরইবাড়ি উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

২৮ আসনেই জয়ের দাবি রুনিয়েলের

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ১৪ বোধজংনগর ---ওয়াকিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা কুমারীবিল জেবি স্কুলে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এদিন তিনি নতুন ভোটারদেরও ভোটদানে উৎসাহিত করেন।

টিটিএএডিসি নির্বাচনে সন্ত্রাস, অনিয়ম ও নির্বাচন কমিশনের চরম ব্যর্থতা: সিপিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই), ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদ আজ অনুষ্ঠিত টিটিএএডিসি নির্বাচনে সংঘটিত ব্যাপক সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং গুরুতর অনিয়মের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।
দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২৮টি আসনে প্রায় ৭৮ ভোটগ্রহণ হয়েছে। কিন্তু এই ভোটগ্রহণ কোনোভাবেই একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা হয়েছে।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক বুথে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বা বুথের ভেতরে থাকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের শাসক জোটের দুই শরিকের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে টিটিএএডিসি এলাকায় উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৬-বীরচন্দ্রনগর—কলসি কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পোলিং কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ছিল, যার ফলে বুথের ভেতরে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই অনিয়মগুলি বিশেষভাবে সিপিআই পোলিং এজেন্টদের ক্ষেত্রে অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সকাল ১০টার পর বারবার রিটার্নিং অফিসার ও শান্তিরবাজারের মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি এবং পরবর্তীতেও উনার তরফ থেকেও কোনও যোগাযোগের চেষ্টা হয়নি।
এছাড়াও, নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে উক্ত কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারকে হঠাৎ পরিবর্তন উক্ত কেন্দ্রে আরও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।
এছাড়াও গুরুতর অনিয়ম হিসেবে ২৬/৩৩ নং বুথে পোলিং এজেন্টদের দেওয়া ফর্ম ১৯সি-তে মোট ভোটার সংখ্যা এবং প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর গুরুতর প্রশ্ন তোলে।
এছাড়াও, আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টার নীরবতা পর্ব কার্যকর থাকা সত্ত্বেও বিজেপি এবং তিপ্রা মথার নেতারা সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে গেছেন। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ২—৩ ঘণ্টা পর বিজেপি বিধায়ক সম্ভু লাল চাকমা সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে ভোটারদের বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একইভাবে বিজেপি ও তিপ্রা মথার অন্যান্য নেতারাও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।
শাসক জোটের উভয় শরিক ভয়ভীতি প্রদর্শন, বিরোধী পোলিং এজেন্টদের হুমকি, পারস্পরিক আক্রমণের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। বিশেষভাবে উদ্বেগজনক বিষয়, ভোটগ্রহণের শেষ সময় যত ঘনিয়ে এসেছে, সহিংস ঘটনার সংখ্যা ও তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
এছাড়াও অস্ত্র ও বোমা ব্যবহারের ঘটনাও সামনে এসেছে, যা ত্রিপুরার নির্বাচনী ইতিহাসে বহু বছর পর দেখা গেল। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে।
সিপিআই দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সমস্ত দাবি সত্ত্বেও তারা গণতান্ত্রিক মানদণ্ড রক্ষা করতে পারেনি।
বর্তমান পরিস্থিতি ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের ক্রমাবনতিরই প্রতিফলন। সিপিআই সমস্ত সহিংসতা ও নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনার উপর অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও সময়বদ্ধ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। সিপিআই ত্রিপুরার জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষায় সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas